NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ এ জালিয়াতির নিন্দা করাও সর্বাগ্রে কর্তব্য

চোট নিয়ে আইপিএল ছাড়লেন রাবাদা ৮

কলকাতা ১৬ মে ২০২৪ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.5.2024, Vol.17, Issue No. 333, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ফের তাপপ্রবাহের ভ্রূকুটি বাংলায়, পুড়বে রাজ্যের সাত জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় আবার ফিরছে দহনের দিন। কয়েক দিনের বৃষ্টি এবং মেঘলা আবহাওয়ায় তাপমাত্রা কমেছিল। কিন্তু চলতি সপ্তাহের শেষেই আবার তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। রাজ্যের অন্তত সাতটি জেলায় আবার তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণের চার এবং উত্তরের তিন জেলা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী শনিবার থেকেই রাজ্যের কিছু অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূম। তবে শুক্রবার থেকেই হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় আবহাওয়া থাকবে শুকনো এবং উত্তপ্ত। চার জেলা ছাড়া বাকি জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ না হলেও গরমের অস্বস্তি বজায় থাকবে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে শুক্রবার তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গরমের অস্বস্তি শুরু হয়েছে বুধবার থেকেই। এই জেলাগুলিতে আপাতত শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বরং গরম থাকবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতেও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার থেকেই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ঘেঁষা জেলায় দু'একটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভিজতে পারে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারও। তবে উত্তরের সব জেলাতেই রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়াও।

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কোথাও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। সোম এবং মঙ্গলবার কলকাতা-সহ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা কিংবা মাঝারি বৃষ্টি হলেও হতে পারে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলিতে। তবে বৃষ্টি হলেও গরম কমবে না।

শ্রীরামপুরে মমতাকে ফের হীরক রানি খোঁচা শাহ'র

বাংলায় এসে কাশ্মীরের পরিস্থিতির উল্লেখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের একবার মমতাকে হীরক রানি বলে আক্রমণ অমিত শাহর। শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী কবীরশংকর বোসের সমর্থনে বুধবার মশাটে জনসভা করেন অমিত শাহ। সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশে তাঁর খোঁচা, 'আমাদের সত্যজিৎ রায়, খুব বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। তাঁর ছবি 'হীরক রাজার দেশে' খুব প্রসিদ্ধ। মমতার আমলে তিনি বেঁচে নেই। সত্যজিৎদা বেঁচে থাকলে 'হীরক রানির দেশে' নামে সিনেমা বানাতেন।'

এদিন মশাটের সভা থেকে সিএএ, অনুপ্রবেশ-সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছেন অমিত শাহ। 'ভাইপো' বলেও কটাক্ষ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি আর আপনার ভাইপো যতই বলুন, সিএএ হবেই। প্রত্যেক শরণার্থীকে আমরা নাগরিকত্ব দেবই। আর অনুপ্রবেশও বন্ধ করব। বিজেপিকে জেতান, অনুপ্রবেশ তো বন্ধ হবেই, সীমান্ত পেরিয়ে একটা পাখিও ঢুকতে পারবে না।' শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী, বিদায়ী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধে অমিত শাহর খোঁচা, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপ-রাষ্ট্রপতিকে, সাংবিধানিক পদকে নিয়ে মশকরা করেন! আরে কল্যাণ ব্যানার্জি, শরম করো, শরম করো, শরম করো। আপনি শ্রীরামপুরের জনপ্রতিনিধি। উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে মজা করেন!' এর পর তাঁর আবেদন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে কবীরশংকর বোসকে জেতান। বাংলা থেকে বিজেপিকে ৩০ আসন দিন।

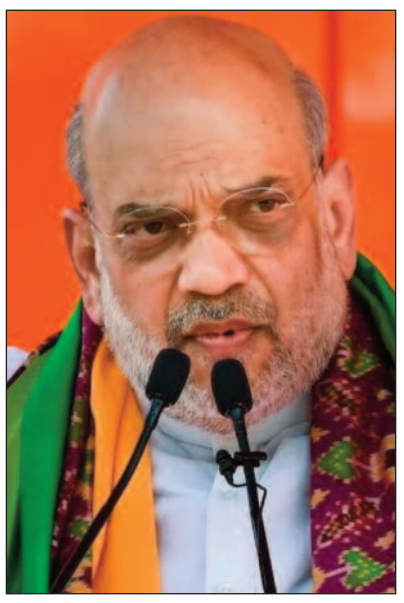

এদিন ফের বাংলায় এসে কাশ্মীরের পরিস্থিতির কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বোঝালেন কীভাবে ভূস্বর্গের পরিস্থিতি ক্রমে বদলে যাচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন, আগে যা কাশ্মীরে হত, সেটা এখন হচ্ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধির কথা কীভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, সেটাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

শ্রীরামপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী কবীরশংকর বোস-এর সমর্থনে জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন অমিত শাহ। সেখানে উপস্থিত হয়ে অমিত শাহ সাধারণ মানুষের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ৩৭০ ধারা কাশ্মীর থেকে সরানো উচিত ছিল কি না? এরপরই শাহ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধি এটা চাননি। সংসদে প্রশ্ন তুলেছিলাম। ওরা বলেছিল রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। ৫ বছর হয়ে গিয়েছে। কোনও রক্তের বন্যা বয়নি।' শাহের আরও দাবি, কংগ্রেস আমলে কাশ্মীরে হরতাল হত। এখন হরতাল হয় না। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হরতাল হয়। আগে আজাদির কথা শোনা যেত কাশ্মীরে, এখন শোনা যায় পিওকে-তে। আগে কাশ্মীরে ছোড়া হত পাথর, এখন ছোড়া হয় অধিকৃত কাশ্মীরে।

এদিকে, অমিত শাহর 'হীরক রানি' মন্তব্যের পরই পালটা আক্রমণে নেমেছে শাসকদল তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তথা যুব নেতা সুদীপ রাহার প্রতিক্রিয়া, 'আসল হীরক রাজা তো নরেন্দ্র মোদি। তাঁর জমানায় যা দেশের হাল, তা তো বলার নয়। তাঁর জমানায় পেট্রল-ডিজেলের দামবৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, মানুষজনের জীবনযাত্রার মান পড়ে যাওয়া, এসবই তো চলছেই। আর তাঁর পাশে বসে হীরক রাজার আরেক সেনাপতি অমিত শাহ মোদিকে দেখতে পাননি। আর মমতাকে বলছেন হীরক রানি! এটা সত্যের অপলাপ।'

ভোটের মধ্যেই সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্ব পেলেন ১৪ আবেদনকারী

নয়াদিল্লি, ১৫ মে: বুধবার, ১৫ মে, ২০২৪, এক ঐতিহাসিক দিন। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিধি জারি করার প্রায় দুই মাস পর, এদিন এই আইনের অধীনে প্রথমবারের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসা পেলেন ১৪ জন। নয়া আইনে, নাগরিকত্বের আবেদনের যোগ্যতার জন্য ভারতে থাকার সময়কাল ১১ বছর থেকে কমিয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরের আগে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে যে সকল অমুসলিম উদ্বাস্তু ভারতে এসেছিলেন, তাঁরাই এই আইনের অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারেন। এইসকল শর্ত মেনেই এই ১৪ জন ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করেছিলেন। এদিন, নয়া দিল্লিতে এই ১৪ জন আবেদনকারীর হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, অজয় কুমার ভাল্লা। উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়া, ডাক বিভাগের সচিব, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর-সহ পদস্থ কর্তারা।

২০১৯ সালেই পাশ হয়েছিল নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন। এর প্রায় ৫ বছর পর, চলতি বছরের ১১ মার্চ এই আইনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্র। সিএএ- অধীনে কীভাবে নাগরিকত্বের আবেদন করা যাবে, কী কী নিয়ম রয়েছে, জেলা স্তরের কমিটির মাধ্যমে কীভাবে আবেদন করা যাবে, আবেদনগুলির যাচাই-বাছাই কীভাবে হবে, সব জানানো হয়েছিল। তারপর থেকেই সরকারি ওয়েবসাইটে সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন করা শুরু করেছিলেন আবেদনকারীরা। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, যাচাই-বাছাইয়ের পর, সেন্সাস অপারেশনের ডিরেক্টরের নেতৃত্বাধীন কমিটি, এই ১৪ জন আবেদনকারীকে সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনেও বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে সিএএ।

প্রসঙ্গত, সিএএ পাশ হওয়ার পরই দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। সিএএ-র বিজ্ঞপ্তি জারি পরও, বিতর্ক চলছে এই আইন নিয়ে। বিরোধীদের দাবি, সিএএ আইন ভারতের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা আছে, তার পরিপন্থী। তারা আরও বলেছে, সিএএ জারির পর এনআরসি অর্থাৎ, জাতীয় নাগরিকপঞ্জী জারি করা হবে। আর এর মাধ্যমে ভারতের মুসলিম নাগরিকদের ভিটেছাড়া করা হবে। মঙ্গলবারই, বনগাঁয় নির্বাচনী জনসভা করতে এসে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিরোধীদের এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মতুয়া সমাজের জন্য সিএএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিএএ-র মাধ্যমে সহজে ভারতের নাগরিকত্ব পাবে বলে আশা রয়েছে মতুয়া সমাজে। অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, সিএএ-র ফলে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে না। বরং, প্রতিবেশি দেশগুলিতে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হওয়া ব্যক্তিরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। ভোটের মধ্যেই সিএএ-র অধীনে প্রথম আবেদনকারীদের নাগরিকত্ব পাওয়া, মতুয়া সমাজের ভোটদানে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

দেশে 'ইন্ডিয়া' সরকার গঠন করলে বাইরে থেকে সমর্থনের বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের পরে দেশে বিজেপি-বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সরকার গঠন হলে, তাতে যোগ দেবে না তৃণমূল। এমনই ইঙ্গিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হুগলির জেলা সদর চুঁচুড়ায় তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেন তিনি। মমতা বলেন, 'ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে, বাইরে থেকে সবরকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। যাতে বাংলায় আমার মা বোনেদের কোনও দিন অসুবিধা না হয়, ১০০ দিনের কাজে কোনও দিন অসুবিধা না হয়।'

মমতার বলা 'বাইরে থেকে সমর্থন' নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। শনিবার 'ইন্ডিয়া সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন' নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন মমতা, তার ব্যাখ্যায় যেতে তৃণমূলের অন্য নেতানেত্রীরা অনেকেই রাজি নন। কুণাল ঘোষ বলেন, 'দলের লাইন কী হবে, অবস্থান কী হবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নেত্রীই। তাই তাঁর কোনও মন্তব্যের উপর মন্তব্য করব না।' পাশাপাশি কুণাল বলেন, 'তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বিজেপি হারছে। বিরোধী জোট ইন্ডিয়া দিল্লিতে বিকল্প সরকার গঠন করছে। এবং তাতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে তৃণমূল। বাংলার দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেব আমরাই।' চুঁচুড়ার সভায় মমতা আরও বলেন, 'বিজেপি অহঙ্কার করে বলেছিল, ইস বার চারশো পার। মানুষ বলছে, নেহি হোগা দোশো পার। এই বার হবে পগারপার।' সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার কথা বলতে গিয়ে বুধবারও বাংলার বাম-কংগ্রেসকে

বেঁধেন মমতা। তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে নেই। ওই দুটো বিজেপির সঙ্গে রয়েছে।' এর পরেই দিল্লিতে কী সমীকরণ হবে, সে ব্যাপারে তৃণমূলের অবস্থান জানান নেত্রী।

২০০৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের পতন নিয়েও বুধবারের সভায় মন্তব্য করেন মমতা। সেই সময়ে মমতা ছিলেন বিজেপির শরিক। তাঁর কথায়, 'অটলজি শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন। সেই সময়ে আমরা বুঝতে পারিনি, সরকারটা চলে যাবে। শাইনিং ইন্ডিয়া স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মানুষ ভিতরে ভিতরে ঠিক করে নিয়েছিল।' ২০০৪ সালের সেই ভোটের পরই প্রথম ইউপিএ সরকার তৈরি হয়েছিল। সেই সরকারে অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিল বামেরা। তবে তারাও মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়নি। বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল। বিশ বছর আগে বামেরা যে কৌশল নিয়েছিল, ২০২৪ সালে তেমনই অবস্থানের কথা আগাম শোনা গেল তৃণমূলনেত্রী মমতার বক্তৃতায়।

বিকল্প সরকার হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী মমতা করেছেন, তা নিয়ে প্রত্যাশিত ভাবেই কটাক্ষ করেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র রাজর্ষি লাহিড়ী বলেন, 'স্বপ্ন দেখতে সবার ভাল লাগে। তৃণমূলনেত্রীও সেই স্বপ্ন থেকেই যা বলার বলেছেন। তৃণমূল জানে দিল্লিতে মোদিজিই ফের আসছেন, আর তৃণমূলও বাংলায় দুরমুশ হচ্ছে। যে তৃণমূল ২০০৯ সালে অতগুলো হাফপ্যান্ট মন্ত্রী নিয়েছিল, তারা মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবে? এ কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। দিদিমণি জানেন, সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না'

ষষ্ঠ দফার প্রচারে ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ষষ্ঠ দফার প্রচারের জন্য আবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী রবিবার এবং সোমবার রাজ্যে মোট ছ'টি সভা করার কথা তাঁর। ষষ্ঠ দফায় যে কেন্দ্রগুলিতে ভোট রয়েছে, তার কয়েকটি কেন্দ্রে যাবেন।

রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, ষষ্ঠ দফার প্রচারের জন্য রবিবার রাজ্যের দু'টি জায়গায় সভা করার কথা রয়েছে মোদির। প্রথম সভাটি রয়েছে বাঁকুড়ায় বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমর্থনে। তার পর সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী যেতে পারেন বিষ্ণুপুরে। সেখানে সভা রয়েছে প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের সমর্থনে।

এর পর সোমবার রাজ্যে আরও চারটি সভা করবেন মোদি। রবিবার রাতে তিনি কলকাতায় থাকতে পারেন। সোমবার প্রথম সভা রয়েছে পুরুলিয়ায়। বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাতোর সমর্থনে সভা করার পর তমলুক এবং ঘাটাল কেন্দ্রের জন্য একটি সভা করার কথা তাঁর। সেখানে প্রচার করবেন দলের প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে। তার পর সেখান থেকে মোদি যেতে পারেন ঝাড়গ্রামে তৃতীয় সভায়। সেখানে তাঁর প্রচার করার কথা প্রার্থী প্রণত টুডুর সমর্থনে। সোমবার রাজ্যে চতুর্থ এবং শেষ সভাটি মোদির করার কথা মেদিনীপুরে, প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের সমর্থনে। সব ক'টি কেন্দ্রেই ভোট রয়েছে আগামী ২৫ মে।

কল্যাণগড়ে এবার তৃণমূলের অকল্যাণের বার্তা দীপ্সিতার

শুভাশিস বিশ্বাস

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে তরুণ মুখ দীপ্সিতা ধর। সিপিএম প্রার্থী। যিনি তাঁর ভাষণে সংসারের অর্থনীতির সহজপাঠ বোঝান। মেহনতি মানুষ থেকে শুরু করে বেকারদের জীবনযন্ত্রণার নিখুঁত চিত্রনাট্যও তুলে ধরেন তাঁর ভাষণে। তুলে ধরেন, কী ছিল, কী হয়েছে, আরও ভয়ঙ্কর কী হতে পারে। এরপর প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে জানতে চান, 'এমনটাই চলবে, নাকি বদল চান?' সত্যিই তো, কয়েকটি টিমটিম করে জ্বলতে থাকা চটকল আর কিছু চাষবাসের উপর ভরসা করেই দাঁড়িয়ে এখন হুগলির অর্থনীতি। এই জেলারই অন্তর্গত ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসভা কেন্দ্র শ্রীরামপুর। তবে ২০০৯ সাল থেকে এই লোকসভায় ঘাসফুলের জয়জয়কার।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে একচেটিয়া দাপট তৃণমূলের। একুশের বিধানসভায় ভোটে হুগলির ৫টি ও হাওড়ার দুটি বিধানসভা দখল করে রাজ্যের শাসকদল। পুর ও পঞ্চায়েত ভোটেও দাঁত ফোটাতে ব্যর্থ বিরোধীরা। কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, চাপদানি, ভদ্রেশ্বর, ডানকুনি পুরসভাও ঘাসফুলের দখলে। সব পঞ্চায়েতও জেতে তৃণমূল। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, প্রথমবার রিষড়া পঞ্চায়েত তিনটি আসন জেতে আইএসএফ। তবে ফুরফুরা পঞ্চায়েতেও আব্বাস-নওশাদরা দাঁত ফোটাতে পারেননি। এবার সেখানে বদলের ডাক বামেদের এই তরুণ তুর্কির গলায়। এদিকে ২০২৪-এ চতুর্থবারের জন্য সাংসদ হওয়ার লড়াইয়ে নেমেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে শ্রীরামপুরকে অনেকে 'কল্যাণগড়' বলেই চেনেন, এবার সেখানে দাঁড়িয়েই কল্যাণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বামেদের এই তরুণ তুর্কি। লড়াইটা যে সেয়ানে-সেয়ানে হবে তার আঁচ মিলেছে বাম আর জোড়াফুল প্রার্থীর প্রচারে। যেখানে দীপ্সিতাকে খোঁচা দিয়ে বলতে শোনা যায়, 'এমন একজন সাংসদ রেখে লাভ কী, যাঁকে চোখে দেখা যায় না। ওই একটা সিনেমা ছিল না, মিস্টার ইন্ডিয়া। তাতে হাতে ঘড়ি পরলে অনিল কাপুর অদৃশ্য হয়ে যেত। আমাদের এমপির অবস্থাও তাই।' এই আক্রমণ ঠিক মেনে নিতে পারেননি বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ। ভোটের ময়দানে অপেক্ষাকৃত অনেকটাই নবীন সিপিএম প্রার্থীর মিস্টার ইন্ডিয়া কটাক্ষের জবাব দেন 'মিস ইউনিভার্স' শব্দবন্ধে। বলেন, 'মিস ইউনিভার্স দেশ-বিদেশ সমস্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। এরপর শ্রীরামপুরে এসে মিস্টার ইন্ডিয়াকে দেখতে পেয়েছেন উনি। ওঁর সারা জীবনে ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু দেখার সৌভাগ্য এখানে হয়েছে।' তবে মৌখিক লড়াই যাই হোক না কেন, দীপ্সিতার প্রচারে মূল ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি। যা ছুঁয়ে গিয়েছে মানুষের মন।

এদিকে শ্রীরামপুর লোকসভায় বামেদের কাঁটা ডোমজুড়, শ্রীরামপুর আর জাঙ্গিপাড়া। গত লোকসভা ভোটের নিরিখে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে পিছিয়ে থাকলেও জাঙ্গিপাড়া, শ্রীরামপুর, ডোমজুড় কেন্দ্র থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল বামেরা। এর মধ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনে জাঙ্গিপাড়া কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল। অন্যদিকে, ডোমজুড় কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী দিলেও মাত্র ৯ শতাংশ ভোট ছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বাম শরিক আরএসপি প্রার্থী দেয়। সেখানেও মাত্র ৪ শতাংশ ভোট পায় সিপিএম। গত লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই সবথেকে কম ভোট পড়েছিল সিপিএম প্রার্থীরা ভোট বাক্সে। তবে দীপ্সিতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাম নেতা থেকে বুদ্ধিজীবীরা। ডানকুনিতে তাঁর সমর্থনে হয় এক বিরাট মিছিল। যেখানে নজর কাড়ে হাজারো মানুষের ভিড়। বাড়ি, শোরুম, ছোট ছোট কারখানা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে মিছিলেও অংশ নিতে দেখা যায় মানুষকে। শুধু তাই নয়, শুভেচ্ছা বার্তা আর আশীর্বাদ ঝরে পড়ে রাস্তার পাশে থাকা একতল আর বহুতল থেকে। এই মিছিলেই অংশ নিয়েছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুও। মিছিলে স্লোগান উঠেছিল 'এবার দীপ্সিতা ধর।'

এরপর দুয়ের পাতায়

ইডির হাতে গ্রেপ্তার ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী

রাঁচি, ১৫ মে: ভোটের মধ্যেই গ্রেপ্তার ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী আলমগির আলম। মঙ্গলবারই মন্ত্রীর আপ্তসহায়কের পরিচারকের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৩৫ কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি। গ্রেপ্তারও করেছিল মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক ও তাঁর পরিচারককে। তা নিয়ে বুধবার আলমগিরকে টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আলমগির ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী। ইডি সূত্রে খবর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে কিছু অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছিল। সেই তদন্তে আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি

স্পষ্ট হয়। সোমবার সকাল থেকে ইডির তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থার সাতটি দল বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়। তাঁর মধ্যে আলমগিরের আপ্তসহায়ক সঞ্জীব লাল ও তাঁর পরিচারক জাহাঙ্গির আলমের ঠিকানা। জাহাঙ্গিরের রাঁচির বাড়ি থেকেই সব মিলিয়ে ৩৫.২৩ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। এর পরেই বুধবার রাঁচির আঞ্চলিক অফিসে তলব করা হয় আলমগিরকে। তাঁর বয়ান সংগ্রহ করার জন্যই তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর ইডি সূত্রে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Dipa Ray Selvan, Dipa Selvan, Dipa Ray & Dipa Chatterjee D/o. Late Sunil Chatterjee W/o Mr. Cheyyur Ramasamy Prem Anand Selvan @ C. R. Prem Anand Selvan R/o. Flat No. A-17, Bedh Progya Complex, Purba Barisha, 24 Pgs. (S) -700008 all are one & the same identical person i.e. myself vide Affidavit No. 30204 on 14.05.2024 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore Court, 24 Pgs. (S).

নাম-পদবী

গত ১৫/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩২৬৪ নং এফিডেভিট বলে Baidyanath Basak ও Baidya Nath Sarkar S/o. Satya Narayan Basak সর্ব পূর্বায়ন মানসপুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

L.I.C. এর 423889706 পলিসিতে আমার নাম আলি হোসেন, পিতা- আবুল কালাম ছিল। গত ১০-০৫-২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি আলি হোসেন সেখ পিতা আব্দুল মিস্ত্রী সেখ নামে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Dhruv Rai পিতা Prajesh Rai ঠিকানা C228/401, Shapoorji Pallonji, Shukhobrishti Housing Complex, Near C Gate, Action Area III, New Town, PO- Rajarhat, Dist: North 24 Parganas, West Bengal - 700 135 নোটারি পাবলিক আলিপুর কোর্ট (West Bengal) এর Affidavit দ্বারা Dhruva Rai নামে পরিচিত হইলাম, Affidavit No. P35 dated 9th May, 2024, Dhruv Rai ও Dhruva Rai একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

16/4/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি পপি সাহা, পিতা- দিলীপ সাহা, (জন্ম ৬-৪-১৯৮০) ও পপি সাহা চ্যাটার্জী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। ঠিকানা ২২ বিবেকানন্দ সরণী গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট দমদম কলিকাতা-৭৯

AFFIDAVIT

I, Arindam Ray, S/o Raja Ray (now deceased), R/o. Flat No. A-17, Bedh Progya Complex, Purba Barisha, 24 Pgs.(S)-700008 do hereby declare that Mr. Cheyyur Ramasamy Prem Anand Selvan @ C. R. Prem Anand Selvan is my foster Father as he fostered me since my childhood as his own son, vide Affidavit No. 30203 on 14.05.2024 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore Court, 24 Pgs. (S).

CHANGE OF NAME

I, Soumitra Maji, S/O- Satyaranjan Maji and Md Zahid Islam, S/O- Satyaranjan Maji, have changed my religion from Hindu to Muslim & is the name of same and one identical person vide affidavit no.- 13333 sworn before Notary Public at Tamluk on 12-05-24, also everywhere known as Md Zahid Islam.

নাম পরিবর্তন

আমি রাকেশ কুমার জয়সওয়াল বাবার নাম ওম প্রকাশ জয়সওয়াল, ঠিকানা 179A/1A, মানিকতলা মেইন রোড, কাঁকুরগাছি, কলকাতা-700054, নোটারি পাবলিক/ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, (District/ State) এর Affidavit দ্বারা Rakesh Kumar Jaiswal নামে পরিচিত হইলাম, Affidavit No. - 10419 Dated - 13/05/2024, রাকেশ জয়সওয়াল এবং রাকেশ কুমার জয়সওয়াল উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৬ই মে। ২ রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী চুঁচুড়াস্থ ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

প্রোবেট স্যুট নং ২/২০২৩

দরখাস্তকারীঃ- দিলীপ দাস

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাচ্ছে যে গ্রাম ও পোঃ- এম জি কলোনী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী নিবাসী নারায়ন চন্দ্র দাস, পিতা- প্রয়াত সাধু চরন দাস তাহার জীবদ্দশায় ইং ১২/১২/২০১১ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত তাহার থানা ও পৌরসভা ভদ্রেশ্বর, ১২ নং জে এল ভুক্ত ভদ্রেশ্বর মৌজার এম জি কলোনী নং ১ হাল এল.আর ১৬৪৪ নং খতিয়ানে সাবেক আর.এস ৫০৫ পি নং দাগে ভদ্রেশ্বর পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পুরাতন ৩৭৫ হাল ৬৬ হোল্ডিংভুক্ত এন.এস. রোড (চণ্ডীতলা) সাকিমে অবস্থিত ১ কাঠা ১২ ছটাক বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত ৪৪২ বর্গফুট টালির গৃহাদি সম্পত্তির (যাহার চৌহদ্দী উত্তরে-এল ও পি নং-২২৬/৩০৭, দক্ষিণে-এল ও পি নং-২৩০/৩১১, পূর্বে-এল ও পি নং-২৩২ রোড, পশ্চিমে-এল ও পি নং-২২৮/৩১০) বিষয়ে একটি উইল করিয়া গত ইং ২৯/৮/২০১৮ তারিখে পরলোক গমন করিলে তাহার ত্যক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য তাহার পুত্র দিলীপ দাস, সাং- এম জি কলোনী থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী অত্র কেস করিয়াছেন। এ সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবেন নচেৎ কেসের আইনানুগ নিস্পত্তি হইবে ।

ইন্দ্রাণী ঘোষ,
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট

**আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার,
হুগলী জেলা জজ কোর্ট**

বিজ্ঞপ্তি

জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমি, **অভিষেক শ্রীবাস্তব**, পিতা- বিমল কুমার শ্রীবাস্তব, বাসস্থান- ১৮৪৪/১, ফুলপুকুর রোড, উত্তরায়ণ, পোস্ট ও থানা- নৈহাটী, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, আমার নামে মূল দলিল যার নং ১১৪০ সাল-২০০৩, বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২৫, পৃষ্ঠা ৪৫ থেকে ৫২ সাল-বছর ২০০৩ A.D.S.R নৈহাটী, ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত দলিলটি হারিয়ে/খোয়া গিয়েছে। আইনি সহায়তা হিসাবে, আমি ০৯.০৫.২০২৪ তারিখে নৈহাটী পুলিশ স্টেশনে একটি জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেছি যার নং ৫৪৬ ও আদালতে একটি এফিডেভিট করেছি।

সম্পত্তির তফসিল

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ২ কাঠা, মৌজা গরিফা এ অবস্থিত, জে.এল. নং ২, আর.এস. দাগ নং ৫১৩৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১১০৩, এল.আর. দাগ নং ৫৭৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১১০৯৩, থানা- নৈহাটী, উঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

যদি কেউ উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে জানান বা উপরোক্ত দলিলের সাথে যে কোনও আপত্তি বা দাবি থাকলে, তারা এই নোটিশের প্রকাশের তারিখ হইতে ৫ দিনের মধ্যে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায়, তাদের দাবি / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

অভিষেক শ্রীবাস্তব

বিজ্ঞপ্তি

জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমি, **বিমল কুমার শ্রীবাস্তব**, পিতা- শ্রীমান ভৃগুনাথ প্রসাদ শ্রীবাস্তব, বাসস্থান- ১৮৪৪/১, ফুলপুকুর রোড, উত্তরায়ণ, পোস্ট ও থানা- নৈহাটী, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, আমার নামে মূল দলিল যার নং ১১৩৯ সাল-২০০৩, বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২৫, পৃষ্ঠা ৩৭ থেকে ৪৪ সাল-বছর ২০০৩ A.D.S.R নৈহাটী, ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত দলিলটি হারিয়ে /খোয়া গিয়েছে। আইনি সহায়তা হিসাবে, আমি ৩০.০৪.২০২৪ তারিখে নৈহাটী পুলিশ স্টেশনে একটি জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেছি যার নং ২২৩৭ ও আদালতে একটি এফিডেভিট করেছি।

সম্পত্তির তফসিল

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক, মৌজা গরিফা এ অবস্থিত, জে.এল. নং ২, আর.এস. দাগ নং ৫১৩৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১১০৩, এল.আর. দাগ নং ৫৭৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১১০৯২, থানা- নৈহাটী, উঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

যদি কেউ উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে জানান বা উপরোক্ত দলিলের সাথে যে কোনও আপত্তি বা দাবি থাকলে, তারা এই নোটিশের প্রকাশের তারিখ হইতে ৫ দিনের মধ্যে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায়, তাদের দাবি / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

বিমল কুমার শ্রীবাস্তব

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কল্যাণগড়ে এবার তৃণমূলের অকল্যাণের বার্তা দীপ্সিতার

প্রথম পাতার শেষাংশ

এই প্রসঙ্গে বিমান বসু জানান, 'সঠিক স্লোগান।' সাথে এও জানান, 'চোরেদের বিদায় দিতে হলে শ্রীরামপুরে তৃণমূলকে শূন্য করে দিতে হবে।' পাশাপাশি ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের দীপ্সিতার প্রচারে এসে বার্তা দেন, 'যে লাল ঝান্ডার পার্টি করি, তারা শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষিত করেছে। যারা সারা রাজ্যে শিল্পের লহর তৈরি করেছিল, সেই পার্টি থেকে থেকে ভোট চাইতে এসেছি।' এখানেই শেষ নয় দীপ্সিতার লড়াই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগের কাজ সারছেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, নির্বাচনে কোনও অশান্তি চাইছেন না। তবে এবারে তাদের কর্মীদের গায়ে হাত পড়লে পাল্টা প্রতিরোধ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় দীপ্সিতাকে। সঙ্গে জয়ের বিষয়েও একশো শতাংশ আশাবাদী দীপ্সিতা। কারণ তিনি মানুষের মনের মধ্যে রাগ, ক্ষোভের আগুন দেখেছেন। তাঁকে অনেকেই বলেছেন, তোমাদের ভোট দিতে চাই। ভোটটা যেন ওরা লুট করতে না পারেন। আর এখানেই দীপ্সিতার বক্তব্য, ব্যালট ছিঁড়ে, খেয়ে ফেলে জনমত ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রকে বাঁচানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জনমত পেশিবলে লুট করে নিচ্ছে। এটা তো চেয়ে খাবার কিছু হয় না। তাই, এই ভোট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই।

এদিকে কল্যাণবাবুর প্রাক্তন জামাই কবীরশংকর বোসকে এবার বিজেপি প্রার্থী। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্রে কবীরকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুদীপ্ত রায়ের কাছে তিনি পরাজিত হন। এর আগে এই কেন্দ্রে বিজেপি সংগীত শিল্পী বাপি লাহিড়ীকেও প্রার্থী করেছিল। তবে কল্যাণকে হারানো যায়নি। আসলে এটা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়। এলাকার মানুষের একটা বড় অংশ বলছেন, তিনবারের সাংসদ কল্যাণের জন্যই সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়েছে শ্রীরামপুরের। যেভাবে মানুষের কাজ করে গিয়েছেন কল্যাণ, তাতে শ্রীরামপুর থেকে তাঁকে হারানো কঠিন। ফলে দীপ্সিতা যাই দাবি করুন না কেন, লড়াই কঠিন। এদিকে প্রচারের ধামাকায় অধুনা ক্ষুদ্র শক্তি বামপন্থীদের কথাগুলি ক'জনের কানে পৌঁছেছে তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর পেতে অপেক্ষা করতেই হবে জুনের ৪ তারিখ পর্যন্ত।

আগামী মাস থেকেই রেশন দোকানগুলোতে বাধ্যতামূলক ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মাস থেকেই রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ৮ জুন থেকে সমস্ত রেশন দোকানে ই-পস মেশিন যুক্ত ওজনযন্ত্রের ব্যবহার চালু করতে খাদ্যদপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। রেশনের চাল-গম বণ্টন ব্যবস্থায় পুরোপুরি স্বচ্ছতা আনতে এই ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে বলে খাদ্যদপ্তরের দাবি। ই-পসের সঙ্গে ওজন যন্ত্র যুক্ত থাকলে, একজন গ্রাহককে তাঁর প্রাপ্য বরাদ্দ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই স্লিপ বেরবে। তখন এই লেনদেন খাদ্যদপ্তরের সার্ভারেও নথিভুক্ত হবে। ফলে গ্রাহক বাস্তবে বরাদ্দ খাদ্যসস্য পাচ্ছে কিনা তা জানা যাবে। এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে রেশন ডিলারদের সংগঠন সংঘাতে নেমেছে। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডোরেশনের উদ্যোগে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামী কাল শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত হয়েছে।

রেশন বণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে ই-পস মেশিন ও ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রের সংযুক্তিকরণ কেন্দ্রও চাইছে। বিষয়টির দ্রুত রূপায়ণে কয়েক মাস ধরেই সক্রিয় রাজ্য। রাজ্যের সব রেশন ডিলারদের কাছে ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্র রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছে। ই-পসের সঙ্গে যুক্ত করে ওই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করার জন্য খাদ্যদপ্তর অনেক আগেই ডিলারদের পরামর্শ দেয়। কিন্তু ডিলারদের একটি বড় অংশই তা করেননি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে লোকসভা ভোটের পর্ব শেষ হওয়ার পরই জুন মাসের প্রথমার্ধে এটি বাধ্যতামূলক করার জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। খাদ্যদপ্তরের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সব দোকানে ওই যন্ত্র পৌঁছে গিয়েছে। ই-পস-এর মাধ্যমে গ্রাহকের আধারের বায়োমেট্রিক যাচাই করে রাজ্যে খাদ্যবণ্টন প্রক্রিয়া অনেক আগেই চালু হয়েছে । প্রায় ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের মাধ্যমেই রেশন দেওয়া হচ্ছে বলে খাদ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। ওজন যন্ত্রগুলি ব্লু-টুথের মাধ্যমে ই-পস যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এর ওজন করার যন্ত্রে বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্য দেওয়ার পর গ্রাহককে এই সংক্রান্ত স্লিপ দেওয়া হবে। যাতে গ্রাহক নিশ্চিত ভাবে জানতে পারেন তাঁরা বরাদ্দ মত খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছেন কিনা।

বেআইনি নির্মাণ বাড়ায় উদ্বিগ্ন রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের পুর এলাকাগুলিতে বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা বাড়তে থাকায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। এমত অবস্থায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর বেআইনি নির্মাণ আটকাতে কঠোর পদক্ষেপ করতে কলকাতা পুরসভা -সহ রাজ্যের সমস্ত পুরসভাকে নির্দেশ দিয়েছে। নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি চার দফা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সম্পত্তির মিউটেশন বা নাম পত্তনের আগে বিল্ডিং প্ল্যানের ছাড়পত্র এবং কাজ শেষের সংশাপত্র পরীক্ষা করে দেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বেআইনি নির্মাণ খুঁজতে রাজ্যের প্রত্যেকটি পুরসভায় বিশেষ পরিদর্শক দল গড়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি নির্মাণ খুঁজে পেলে তৎক্ষণাৎ সেখানে পানীয় জলের সংযোগ ছিন্ন করে দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকের পাশাপাশি প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়া ইঞ্জিনিয়ার এর বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের পুর আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আইন ভঙ্গকারীর ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং পাঁচ বছর কারাদণ্ড হওয়ার সংস্থান রয়েছে। কলকাতা শহরে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে অবলুপ্ত 'গার্ড' প্রথা ফিরিয়ে আনছে পুরসভা। কলকাতা পুরসভা তরফে জানা গিয়েছে, এবারে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রথা চালু হবে। এর আগে বাড়ি বা আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্ল্যান অনুমোদনে বিল্ডিং বিভাগের তরফে গার্ড নিয়োগ হত। এর মাধ্যমে বিল্ডিংয়ের প্ল্যানের উপরে নজরদারি করা হত। এবার সেই ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনছে কলকাতা পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা আটকাতে আমরা বিভিন্ন নির্মাণ ক্ষেত্রে গার্ড রাখব। আগে যাঁরা গার্ডের চাকরি করতেন, তাঁরা সকলে অবসর নিয়েছেন। এ বার বেসরকারি সংস্থা গার্ডের ব্যবস্থা করবে। বাড়ির মালিক বা আবাসন নির্মাতাকে গার্ডের খরচ দিতে হবে। ট্যাক্সের বিলে সেই খরচ যুক্ত হবে। পুরসভা বেসরকারি সংস্থাকে তার পাওনা মিটিয়ে দেবে।'

শুধু অনুমোদিত বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে নয়, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের যে বেআইনি নির্মাণের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও একই ভাবে গার্ড নিয়োগ করা হবে। কারণ, বেআইনি অংশে প্রোমোটার বা ডেভলপারদের তাড়াহুড়ো করে লোক ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। পরে সেই সব জায়গা থেকে আবাসিকদের বের করে দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় পুরসভাকে।

বিয়েতে 'না' বলায় দুই সন্তানের মাকে হাওড়া স্টেশনেই ছুরি মেরে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দীর্ঘদিন ধরেই প্রেম করার পর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে 'না' শুনে রাগের মাথায় মহিলাকে ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ উঠল এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। খুনের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মুঙ্গেশ যাদব। তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা।

বুধবার সকালে হাওড়া স্টেশন চত্বরে মহিলাকে ছুরি মারার অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটার বাসিন্দা পিন্টু ও তাঁর স্ত্রী একসঙ্গে কাজ করতেন মুম্বইয়ের হোটেলে। সেই হোটেলেই রাঁধুনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা মুঙ্গেশ যাদব। তাঁর দাবি, পিন্টুর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন দুই সন্তানের মা পিন্টুর স্ত্রীও। ওই মহিলাকে তিনি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ বিয়েতে 'না' বলে দেন ওই মহিলা। আর সেই রাগেই তাঁকে হাওড়া স্টেশনের ভিতরে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছেন তিনি। বুধবার হাওড়া স্টেশনে খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে এমনই তথ্য পায় পুলিশ আধিকারিকরা। মৃতার স্বামী পিন্টুর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন মুঙ্গেশ।

ঘটনার সূত্রপাত এদিন সকালে। হাওড়া স্টেশনের ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পার্সেল ডিপার্টমেন্টের পাশে পিন্টু তাঁর স্ত্রী ও মুঙ্গেশ একসঙ্গে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ পিন্টুকে ওষুধ কিনতে পাঠান মুঙ্গেশ। পরিবারের অভিযোগ, মাথার যন্ত্রণার ওষুধ আনতে দেওয়ার অছিলায় পিন্টুকে ওষুধের দোকানে পাঠিয়ে তাঁর স্ত্রীর পেটে ছুরি চালিয়ে দেন মুঙ্গেশ। ঘটনায় অন্য যাত্রীরা চমকে ওঠেন। এরপর অন্যান্য যাত্রীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে আরপিএফ আধিকারিকরা ছুটে আসে। যদিও মুঙ্গেশ তাঁদের প্রত্যেককে রক্তমাখা ছুরি হাতে শাসানি দিচ্ছিলেন। শেষমেশ অনেক চেষ্টায় তাঁকে বাগে আনেন আরপিএফ কর্মীরা। তাকে গোলাবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশপাশি, আহত মহিলাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

মা-কে সম্মান, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাতৃ দিবস উপলক্ষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স রবিবার, ১২ মে, ২০২৪ তারিখে কলকাতার আলোর দিশা ও আগরতলায় সান্ধ্যনীড়ে 'শ্রীচরনেষু মা' নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। 'শ্রীচরনেষু মা' আসলে এই বিশ্বের সকল মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিশেষ উপস্থাপনা। কলকাতার আলোর দিশায় ও আগরতলায় সান্ধ্যনীড় - এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানটি সেই সব মায়েদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে যাঁরা জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন। যাঁদের এই সময়টা অনেক ভালোবাসা ও যত্নের প্রয়োজন হয়। তাই এই দিনটিতে তাদের জন্য অনেক ভালবাসা, উপহার ও আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়েছিল। খ্যাতনামা কীর্তন গায়করা দিনটিকে আনন্দে ভরিয়ে তোলেন। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধ মায়েদের কল্যাণের জন্য ২টি সংস্থার হাতে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়েছে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'মাতৃ ঋণ কখনও শোধ করা যায় না, কিন্তু স্বীকার করা যায়। শ্রী চরনেষু মা সেই ঋণ স্বীকার এর প্রচেষ্টা।'

তৃণমূল তোলাবাজের দল: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল তোলাবাজের দল। বুধবার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট প্রচারে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ২৮ নম্বর রেলগেট থেকে পদযাত্রা শুরু করেন। বুড়ি বটতলা মোড়ে গিয়ে সেই পদযাত্রা শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে পথ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল দলটা মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। প্রচারে ওরা লক্ষ্মী ভাণ্ডারের কথা বলছে। কিন্তু বাংলায় মা-বোনদের

সম্মানের মূল্য ৫০০, ১০০০ হাজার দাঁড়িয়েছে। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আগামী ২০ মে উৎসবের মেজাজে ভোট দেওয়ার পরামর্শ দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, ভোটের দিন তৃণমূলের গুন্ডা-মস্তানরা ভোট কেন্দ্রের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এদিনের পদযাত্রায় হাজির ছিলেন চাকদা কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ, নির্বাচনী এজেন্ট প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

ইন্দ্রনীল দত্তকে চিফ বিজনেস অফিসার ব্যাঙ্ক অ্যাস্যুরেন্স পদে নিয়োগ বন্ধন লাইফ-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইন্দ্রনীল দত্তকে চিফ বিজনেস অফিসার-ব্যাঙ্ক অ্যাস্যুরেন্স পদে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করল বন্ধন লাইফ। একইসঙ্গে বন্ধন লাইফের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এটি বহুমাধ্যম-বিশিষ্ট জীবন বিমা সংস্থায় পরিণত হওয়া এবং বিভিন্ন শ্রেণির পণ্যে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করার কৌশলগত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলক।

প্রসঙ্গত, বন্ধন লাইফ-এ যোগদানের আগে ইন্দ্রনীল দত্ত বিমা, ব্যাঙ্কিং এবং বিক্রয়খাতে ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ইন্দ্রনীল দত্ত। একইসঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাস্যুরেন্স-এ স্পেশালাইজেশনও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, তিনি ম্যাক্স লাইফ-এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যার ফলে এটি এর বৃহত্তম বিতরণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এর আগে তিনি টাটা এআইজি লাইফ ইনসিওর‌্যান্স, এবিএম অ্যামরো ব্যাঙ্ক, এবং সিটি ব্যাঙ্কে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। আর এখানেই বন্ধন লাইফের আশা ইন্দ্রনীলের সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড, বিশ্লেষণধর্মী বিচারক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী বিক্রয় কৌশলগুলি সংস্থাকে আরও উন্নীত করতে এবং এর পরিধি প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

এই প্রসঙ্গে বন্ধন লাইফ-এর সিইও সতীস্ব বি জানান, 'আমরা ইন্দ্রনীল দত্তকে আমাদের লিডারশিপ টিমে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। তাঁর কৌশলগত দূরদর্শিতার পাশাপাশি ব্যাঙ্ক অ্যাস্যুরেন্স-এ তাঁর অগাধ দক্ষতা আমাদের উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যকে চালিত করতে সাহায্য করবে। ইন্দ্রনীলের নেতৃত্ব আমাদের একটি শক্তিশালী, সুস্থায়ী ব্যাঙ্কঅ্যাস্যুরেন্স বিজনেস গঠনে সহায়ক হবে, যা এই লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা একসাথে উদ্ভাবনী, গ্রাহক-কেন্দ্রিক জীবন বিমা সমাধান সরবরাহ সুনিশ্চিত করে ভারতে আমাদের অগ্রগতিকে সুদূরপ্রসারী করতে প্রস্তুত।'

ইন্দ্রনীস দত্ত বলেন, 'বন্ধন লাইফ-এর মতো বৈচিত্র্যময় ও নবীন ব্র্যান্ডে যোগ দিতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। আমাদের লক্ষ্য ডিজিটাল দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ব্যাঙ্কের অংশীদারদের এমনভাবে সক্ষম করা, যাতে তারা তাদের ক্লায়েন্টদের কাস্টমাইজড সমাধান প্রদান করতে পারেন।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ মে ২০২৪ ২ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

নম্বর বাড়াতে বলে ই-মেল! সূত্র ধরে অযোগ্যদের তালিকা সিবিআইয়ের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে সিবিআইয়ের হাতে এল এক ই-মেলের কপি। অভিযোগ, কাদের কাদের নম্বর বাড়াতে হবে এই ই-মেলে সেই তালিকাই নায়সাকে মেল করেছিল এসএসসি। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এই মেলে একাধিক নামের উল্লেখ রয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এসএসসি সার্ভার থেকে সেই মেল খুঁজে পেয়েছে। এদিকে হাইকোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৫ হাজারের। এর মধ্যে লক্ষ-লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন এমন অযোগ্যদের সংখ্যা কম নয়।। তা নিয়ে উত্তপ্ত হয় রাজ্য রাজনীতি। মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা। এমনই এক প্রেক্ষিতে সামনে এল বিস্ফোরক এই খবর।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, এসএসসি-র তরফে তিন জনকে ইমেল করা হয়েছিল। প্রথম ইমেল করা হয় নায়েসাকে। ইমেল গিয়েছিল নায়সার কর্তা নীলাদ্রি দাস, নায়েসার প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ বনশল ও নায়েসার এক কর্মী মুজাম্মিল হোসেনকে। এদের কাছে একাধিকবার মেল করা হয় অযোগ্যদের তালিকা। জানা যাচ্ছে, মেলের তদন্তে নেমে সিবিআই-এর নজরে এবার মুজাম্মিল হোসেন। এসএসসি-র সার্ভারে এমন আরও ইমেল থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা।

সূত্রের খবর, এই অযোগ্যদের তালিকার উপর ভিত্তি করেই সিবিআই তাদের তলব করতে চলেছে। যদি, প্রমাণিত হয় টাকা বিনিময়ে এই তালিকায় থাকা ব্যক্তিরা চাকরি পেয়েছেন তাহলে বেঁচে যেতে পারেন যোগ্যরা। ফলত, অযোগ্যদের তালিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী পিয়ালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বসিরহাট মহকুমা আদালতের জেল হেপাজতের নির্দেশের বিরোধিতা করে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী পিয়ালি ওরফে মাম্পি দাস। পিয়ালির বিরুদ্ধে সাদা কাগজে সন্দেশখালির মহিলাদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল। মঙ্গলবার তিনি জামিন চেয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাঁকে সাত দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

বুধবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পিয়ালির আইনজীবী। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে হতে চলেছে এই মামলার শুনানি।

সম্প্রতি সন্দেশখালি সংক্রান্ত একাধিক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই সমস্ত ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি 'একদিন'-সংবাদপত্রের তরফে। তবে এই সব ভিডিয়ো সামনে আসার পর বারবার সামনেএসেছে মাম্পি দাসের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে ভুল বুঝিয়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের করানোর অভিযোগ তুলেছেন সন্দেশখালির বেশকয়েকজন মহিলা। এমনকী তাঁরা পরে যখন অভিযোগ প্রত্যাহার করতে চেয়েছেন তখন মাম্পি তাঁদের ভয় দেখিয়েছেন বলেও দাবি ওই মহিলাদের। এই বিষয়ে সম্প্রতি সন্দেশখালির এক মহিলা দাবি করেন, তাঁর গ্রেপ্তার হওয়া ভাইকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার শর্তে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে বলেছিলেন মাম্পি। কিন্তু পরে তিনি অভিযোগ তুলে নিতে চাইলে বিজেপির তরফে তাঁকে শাসানোও হয় বলেও অভিযোগ।

লাগাতার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে থাকায় বেগতিক বুঝে গ্রেপ্তারি এড়াতে মঙ্গলবার তড়িঘড়ি বসিরহাট আদালতে জামিন চাইতে যান পিয়ালি। কিন্তু জামিন তো মেলেইনি, উলটে তাঁকে সাত দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বুধবার বসিরহাট আদালতের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার আবেদন জানান বিজেপি নেত্রী। আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল যে অভিযোগ জানিয়েছে সেখানেও রয়েছে মাম্পি দাসের নাম। তৃণমূলের অভিযোগ, জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান রেখা শর্মা সন্দেশখালিতে এসে সেখানকার মহিলাদের ভুল বুঝিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপরেই ধর্ষণের 'মিথ্যা অভিযোগ' দায়ের হয় বলে দাবি। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই কাজে রেখা শর্মার সহযোগী ছিলেন পিয়ালিও।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ফর্ম পূরণ করিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আদর্শ নির্বাচন বিধি জারি থাকা সত্ত্বেও ফর্ম ফিলাপ চলছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতার। ভাটপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বুধবার সকাল থেকেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে ফেরি ঘাট সন্নিহিত তৃণমূলের কার্যালয়ে ভিড়ও জমান বাসিন্দারা। জানান, তাঁরা কেউ লক্ষ্মী ভাণ্ডার পেতে, কেউ আবার বার্ধক্য ভাতা কিংবা বিধবা ভাতার সুবিধা পেতে তৃণমূলের কার্যালয়ে এসেছেন। অভিযোগ উঠেছে, আদর্শ নির্বাচন বিধিকে অমান্য করেই ভোটারদের প্রভাবিত করতে এসব করছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ নির্বিকার নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করে জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে লক্ষ্মী ভাণ্ডার-সহ অন্যান্য প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তোলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। টুইটও করেন এ নিয়ে। তাঁর দাবি, 'দিদিমণি ১৩ বছর মানুষের জন্য কিছুই করেনি। অথচ নির্বাচন বিধি অমান্য করে ভোটের চারদিন আগে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপ করানো হচ্ছে। পরিষেবা দেওয়ার নাম করে মানুষকে ভাওতা দেওয়া হচ্ছে।'

অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের পরিকাঠামো পুরো ব্যর্থ। নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।

বিজেপি প্রার্থীর দাবি, ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে তৃণমূল এসব করছে। ওরা ভোটারদের প্রভাবিত করছে। যদিও এপ্রসঙ্গে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'ফর্ম ফিলাপ করা যেতে পারে। ফর্ম ফিলাপ তো প্রক্রিয়া। কিন্তু এটা কার্যকর নয়।'

সদলবলে বিজেপিতে যোগ আমডাঙার আইএসএফ নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর লোকসভা এলাকায় তৃণমূল থেকে বিজেপিতে প্রায়ই যোগ দিচ্ছেন কেউ না কেউ। এবার পদ্ম শিবিরে নাম লেখাল আইএসএফ-ও।

বুধবার আমডাঙার আইএসএফ নেতা সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন। জগদ্দলের মজদুর ভবনে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে মোস্তা ফিজুর রহমান বিজেপিতে যোগ দিলেন। তিনি ২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের আদহাটা পঞ্চায়েতের আই এস এফের জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েছিলেন। যোগদান নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে ধস নেমেছে। আমডাঙার সাধনপুরে মমতার সভায় ভিড় না হওয়ায় তার প্রমান মিলেছে। তাঁর দাবি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এখন তৃণমূলের সঙ্গে নেই। বিজেপির সঙ্গে আছে। অন্য দিকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে মোস্তা ফিজুর রহমান বলেন, 'এবার নির্বাচনে আমডাঙায় বিজেপি ভালো ফল করবে। সংখ্যালঘুরা এখন মোদিজীকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করছে। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে হালিশহর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ২৫ জন কর্মী। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ কর্মী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত।' যোগদান নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'এই যোগদানের ফলে হালিশহরে দলের সংগঠন আরও মজবুত হল। আশা করছি, গোটা ব্যারাকপুর জুড়ে তৃণমূলের আরও ভাঙন ধরবে।'

অভিষেকের রোড শোয়ের জন্য বিজেপির প্রচার কর্মসূচি বাতিলের অভিযোগ ব্যারাকপুরে

ব্যারাকপুরে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বুধবার বিকেলে ব্যারাকপুর বড় পোল থেকে জাফরপুর মোড় পর্যন্ত রোড শো করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, অভিষেকের রোড শোয়ের জন্য এদিন বিজেপির সমস্ত প্রচার-সহ কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এহেন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'পুলিশের ক্লিয়ারেন্সের অজুহাত দেখিয়ে তাঁদের এদিনের সমস্ত প্রচার বাতিল করা হয়েছে। যুবরাজ ১৬-১৭ কিমি দূরে রোড শো করেন। তা সত্ত্বেও সংসদীয় ক্ষেত্রের ব্যারাকপুর, নোয়াপাড়া, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নৈহাটি ও বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের প্রচার বাতিল করা হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, যুবরাজের রোড শো উপলক্ষে পাঁচ-ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যারাকপুরে ইলেকট্রিক ও কেবল লাইনের সমস্ত তার কেটে ফেলা হয়েছে। গরমের মধ্যে লোডশেডিং রেখে পাঁচ দিন ধরে তার কেটে রাস্তা ফাঁকা করা হয়েছে। তীব্র গরমে লোডশেডিংয়ের জেরে ব্যারাকপুরের মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ কমিশনারের অঙ্গুলি হেলনে প্রচারের কোনও অনুমতি মেলেনি। অথচ নির্বাচন কমিশনের কোনও হেলদোল নেই। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর আরও অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ঠিক নয়। পুরসভার কর্মচারীদের নিজের পুর এলাকায় ভোটের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা শাসকদলের হয়ে কাজ করছে। তাঁর অভিযোগ, যুবরাজের রোড শো'য়ের জন্য ব্যস্ততম বিটি রোডের ধারের বিজেপির সমস্ত ব্যানার, হোডিং খুলে ফেলা হয়েছে। অথচ তৃণমূলের একটাও ব্যানার কিংবা হোডিং খোলা হয়নি। ভোটারদের প্রভাবিত করার লক্ষে পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করা নিয়েও এদিন তিনি সরব হন। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ কমিশনারের ভূমিকা ঠিক নয়। পুলিশ কমিশনারকে সরানোর জন্য বারংবার দাবি করা হচ্ছে। অথচ নির্বাচন কমিশন নিশ্চুপ।

দূষিত জল জীবাণুমুক্ত করে রাস্তা ও গাড়ি ধোয়ার পরিকল্পনা কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বানতলার চামড়া কারখানা থেকে যে দূষিত জল বের হয় এবার তা শোধন করে রাস্তা ও গাড়ি ধোয়ার কাজে ব্যবহার করতে চায় পুরসভা। এ ব্যাপারে কলকাতা পুরসভাকে সবুজ সংকেত দেওয়াও হয়েছে খড়্গপুর আইআইটি-র তরফ থেকে। এরপর থেকে পুরসভার নিকাশি বিভাগ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কোমর বাঁধছে। বানতলার চর্মশিল্প তালুক থেকে বের হওয়া জলে দূষণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পুরসভার নিকাশি বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা এই প্রসঙ্গে জানান, শোধন প্রক্রিয়া চালু করা গেলে বানতলা নিয়ে দূষণের অভিযোগের মাত্রা কমবে। সম্প্রতি বানতলা এলাকার খালের জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছিল খড়্গপুর আইআইটিতে। এই প্রসঙ্গে নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং জানান, 'আইআইটি সবুজ সংকেত দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বানতলার চামড়া কারখানা থেকে যে জল বেরোয়, তা পরিশোধন এবং জীবাণুমুক্ত করে রাস্তা ও গাড়ি ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে।' সঙ্গে এও জানান, ভোট-পর্ব মিটলেই এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা জানাচ্ছেন, কয়েক লক্ষ টাকা খরচে পুরসভা পরিশোধিত জল তৈরি করে। অনেক সময়ে সেই জল ব্যবহার করে গাড়ি ধোয়া হয়। এতে পরিশোধিত জলের বড় অংশের অপচয় হয়। বানতলার চর্মশিল্প তালুক থেকে বেরোনো জল নিয়ে যে পরিকল্পনা, তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তা হলে শহরে গাড়ি ধোয়ার কাজে পরিশোধিত জলের ব্যবহারেও রাশ টানা যাবে।

তবে এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের সব থেকে বড় মাথাব্যথা ছিল জীবাণু নিয়ে। এবার সেই জল জীবাণুমুক্ত করার সবুজ সংকেত মেলায় তাঁরা স্বস্তিতে। ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, এই পরিকল্পনায় পুরসভার আয়ের রাস্তাও খুলবে। পুরসভার তরফ থেকে গাড়ি ধোয়ার জন্যে ইতিমধ্যে পৃথক জায়গা চিহ্নিতও করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'বানতলার চামড়া কারখানা থেকে যে দূষিত জল বের হয় তার কী বিকল্প ব্যবহার সম্ভব, তা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা অনেক দিনের। আইআইটি-র সবুজ সংকেত মেলার পরে আমরা এই কাজ বাস্তবায়িত করার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

ফের ককপিটে লেজার লাইট, ঝুঁকি নিয়েই অবতরণ বিমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দমদম এয়ারপোর্ট এলাকায় লেজার লাইট নিয়ে সমস্যা কোনও ভাবেই মিটছে না। অভিযোগ, এয়ারপোর্টস অথরিটির তরফ থেকে এ ব্যাপারে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে না প্রশাসনকে। বারবার বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসছে বিমান। । মাঝ আকাশে এমন পরিস্থিতি কতটা ঝুঁকি ডেকে আনতে পারে, সে কথা বারবার বলছেন বিশেষজ্ঞরা। লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না। মঙ্গলবার রাতেও ঘটে ফের সেই এক ঘটনা। ককপিটে গিয়ে পড়ে লেজার লাইট, যাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় বিমান চালকের। এরপর কোনও রকমে নিরাপদে অবতরণ করানো হয় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। এমন ঘটনা এই নিয়ে বেশ কয়েকবার ঘটল। থানাগুলিকে এ বিষয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় উঠছে প্রশ্ন। এদিকে বিমানবন্দর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত ৮ টা ১০ মিনিটে লেজার আলো দেখতে পান এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি বিমানের পাইলট। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরে মধ্যমগ্রাম থেকে দেখা যায় ওই আলো। সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সব কর্মীর কাছে পৌঁছয় খবর। এরপর এয়ারপোর্ট ম্যানেজার এয়ারপোর্ট থানায় খবর দেন। এরপর সেখান থেকে খবর দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট থানায় সেখান থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গত মার্চ মাসেও একই ঘটনা ঘটেছিল। এই মধ্যমগ্রাম থেকেই লেজার লাইট দেখা গিয়েছিল সে বারও।

জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূলের বিধায়ক প্রাক্তন পুলিশকর্তা হুমায়ুনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দু'টি পৃথক মামলাও দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। মামলাকারী রেখা দাস ও তারকনাথ জয়সওয়াল। এঁরা দুজনেই দুই জমি মালিক। অভিযোগ, হাওড়ায় একটি রেস্তরাঁ লাগোয়া এলাকায় ফাঁকা জমি দখলের চেষ্টা চলছে। আশপাশের একাধিক লোকজনের ব্যক্তিগত জমিতে কোথাও পাঁচিল তোলার জন্য মাটি খোঁড়া হয়েছে, তো আবার কোথাও কলম তোলা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন এই দুই জমি মালিক। একইসঙ্গে তাঁদের অভিযোগ, পুরো বিষয়টি নিজের প্রভাব খাটিয়ে করার চেষ্টা করছেন বিধায়ক। এই ঘটনায় আদালতে দু'টি পৃথক মামলা দায়ের করেন ওই দুই অভিযোগকারী।

মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলাটি ওঠে। মামলায় হুমায়ুন কবিরকে যুক্ত করা হলেও এদিন তাঁর কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না এজলাসে। এদিকে এই প্রসঙ্গ জমির মালিকদের আইনজীবী জানান, শুধু ওই দুটি জমিই নয়, রেস্তোরাঁর আশপাশের আরও বেশ কিছু ফাঁকা জমি এইভাবে দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ভয়ে অনেকে মুখবন্ধ করে রেখেছেন বলে দাবি মামলাকারীর আইনজীবীদের। এও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় চ্যাটার্জিহাট থানায় অভিযোগও জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন জমির মালিকরা। যদিও পুলিশের দাবি, তারা দুটি অভিযোগই তদন্ত করে দেখেছে এবং এই অভিযোগগুলির কোনও সত্যতা নেই বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

মামলাকারী রেখা দাস ও তারকনাথ জয়সওয়াল। এঁরা দুজনেই দুই জমি মালিক। অভিযোগ, হাওড়ায় একটি রেস্তরাঁ লাগোয়া এলাকায় ফাঁকা জমি দখলের চেষ্টা চলছে। আশপাশের একাধিক লোকজনের ব্যক্তিগত জমিতে কোথাও পাঁচিল তোলার জন্য মাটি খোঁড়া হয়েছে, তো আবার কোথাও কলম তোলা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন এই দুই জমি মালিক।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২০ জুন বিচারপতি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করেছেন। আগামী দিনের শুনানিতে বিধায়কের প্রতিনিধিকে আদালতে হাজির থাকার কথা বলেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পাশাপাশি পুলিশকেও পরবর্তী শুনানির দিন দু'টি অভিযোগের বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

এদিন হাইকোর্টে এই মামলা প্রসঙ্গে ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবির জানান, 'আমার বিরুদ্ধে কারও জমি দখল করে নেওয়ার অভিযোগ বা ফাঁকা জায়গায় খেড়াখুড়ি, কলম তোলার অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। আমি এরকম কোনও কাজ করছি না। অন্য কারও জমি দখল করা আমার কাজ নয়। আমি আইন ভাল করে বুঝি, আমি জানি। যে অভিযোগ উঠছে, তা সর্বৈব মিথ্যা ও সাজানো।' বিধায়ক আরও জানান, তাঁর বিরুদ্ধে যে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে সেটাই তিনি জানতেন না।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মামলা গেল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সেই মামলা এবার শুনবেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে মামলা করেছেন কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলা মঙ্গলবারই ছেড়ে দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এরপর মামলা যায় প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের কাছে। তারপরই প্রধান বিচারপতির তরফ থেকে এই মামলা শোনার জন্য ধার্য করা হয়েছে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একসময়ের তাঁর সহকর্মী হওয়ায় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলাটি শুনতে চাননি।

মাত্র কয়েক মাস আগেই বিচারপতি পদে ইস্তফা দেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হন তমলুক লোকসভা কেন্দ্র থেকে। ফলে এখন তমলুক কেন্দ্রে প্রচারে ব্যস্ত তিনি। এরই মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় এফআইআর হয়। এই এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ প্রাক্তন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৫ মে তমলুক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তার আগে কমিশনে মনোনয়ন পেশ করতে যাওয়ার পথে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। অভিজিতের মিছিল পৌঁছনোর পর চাকরিহারা শিক্ষকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তখন স্লোগান, পাল্টা স্লোগান শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ধাক্কাধাক্কি-ধস্তাধস্তি, এমনকি ইটও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই অনশন মঞ্চে থাকা চাকরিহারাদের কয়েকজন আহত হন বলেও জানা যায়। সেদিনের এই ঘটনায় গত ৫ মে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, হামলা ও ভাঙচুর-সহ একাধিক ধারায় মামলা এফআইআর দায়ের হয়। আর এফআইআরের জন্য প্রচারে অসুবিধা হচ্ছে বলে জানান বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

শিক্ষা প্রথমে অনুকরণ, আর তার পর অভ্যাস, শেষে তার প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে যায়

শাস্ত্রকার মনু বলেছেন, মেয়েরা এক সময় পিতার ও পরবর্তী কালে স্বামী ও পুত্রের অধীন। যেন খোঁটায় বাঁধা এক গৃহপালিত দ্বিপদী। চারণভূমি তার আপন সংসার। সে সদাই অন্যের নির্দেশিত নির্ধারিত কর্তব্য করে চলে। এই পৃথিবীতে সে একা। সব থেকেও কিছু নেই।

ভাবনার জগৎও তার অন্যের লকারে তালা বন্ধ। সীতা তারা মন্দোদরী সাবিত্রী বেহুলা কোনও ব্যতিক্রমী নন। ঘরে বাঁধানো থাকে নকশা করা কাচের ফ্রেমে 'তীর্থ পর্যটন নাহি প্রয়োজন যদি থাকে পতি পদে মন'। যত দায় বর্তায় মেয়েদের ঘাড়ে। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। একা মহিলা শহরে ঘর ভাড়া পায় না। সন্দেহের চোখগুলো তার পিছনে পিছনে ঘোরে। কাজের জায়গায় ছলছুতোয় সুযোগ খোঁজে কিছু মানুষ। আপস করতে হয়, নয় কাজ হারাতে হয়।

শ্বশুরবাড়িতে পান থেকে চুন খসলে বাপের বাড়ি তুলনা টেনে খোঁচা। সবচেয়ে আপন জন বলতে যাঁকে বা যাঁদের ধরা হয়, তাঁরাও সহায় হন না। অর্থ উপার্জন ছাড়া গৃহকর্মও যে কম নয়, মান্যতা পায় না। গঞ্জনা লাঞ্ছনা নিগ্রহ নিত্য দিন। অসুস্থ হলে তো আরও অসহনীয় অবস্থা। সামান্য লেখাপড়া শিখে আর কী ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। সারা জীবন সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না। ত্রিমুখী লড়াইয়ে নামতে হয় মেয়েদের। নিজের ঘর গোটা সমাজ আর নিজের স্বাধীন বোধ। সর্বত্রই ঘিরে রাখে এক মায়ার বাঁধন। কার উপর না রেগে ফোঁস করব ভয় দেখিয়ে! সবাই তো আমার আপনার জন। আমাকে ঘিরেই আছে। মেনে মানিয়ে নেওয়া ছাড়াও উপায় কী। হয়তো একটা মুখ বুজে থাকার পাঠ আপনা থেকেই শেখা হয়ে যায়। সেই শিক্ষা প্রথমে অনুকরণ, আর তার পর অভ্যাস শেষে তার প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আজ আমরা গর্বভরে পালন করি মাতৃদিবস। কিন্তু ক'জন সন্তানই বা বোঝে মায়েদের কষ্ট।

হয়তো আজ আধুনিক যুগে কিছুটা হলেও মেয়েরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে সামাজিক বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াচ্ছে। কিন্তু এই সংখ্যাটা এখনও নেহাতই নগন্য। মেয়েদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। এখন সরকারও নারী সশক্তিকরণে নজর দিচ্ছে, এতএব মনে হয় এগিয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

জন্মদিন

আজকের দিন

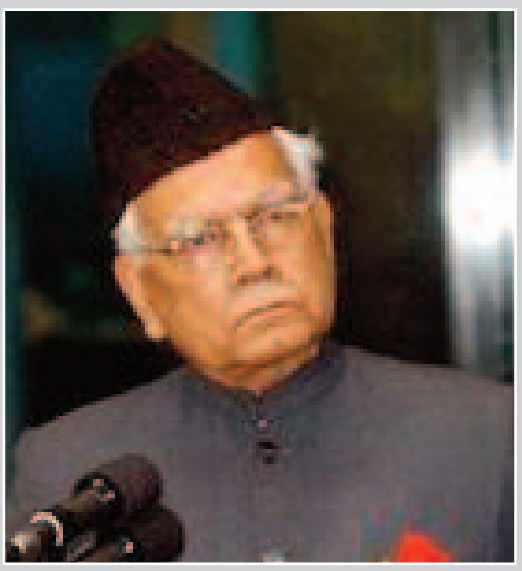

নটবর সিং

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নটবর সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাসের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভিকি কৌশলের জন্মদিন।*

এ জালিয়াতির নিন্দা করাও সর্বাগ্রে কর্তব্য

শান্তনু রায়

স্টিং অপারেশনের ভিডিও নিয়ে ভোটমুখী বাংলা এখন চাপান-উতোরে সরগরম। প্রসঙ্গত এই ডিজিটালযুগে জাল ভিডিও সহ অনেক রকম জালিয়াতির ঘটনা, দাবি-পাল্টা দাবি প্রযুক্তির সাহায্যে মিম কিংবা অন্য পদ্ধতিতে প্রচার ও অপপ্রচার আজ আর অসম্ভব নয় যা সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে ইদানীং জনপরিসরে সর্বজনবিদিত। কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন একটি দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তির প্রতি জনমানসে বিরূপতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজদলের অতীত অন্তর্দলীয় অনৈতিক কীর্তিজনিত অস্বস্তি কাটিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইতিহাসপুরুষ সুভাষচন্দ্রের কোন ভাষণের অংশকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে কারসাজির মাধ্যমে অসত্য আখ্যান নির্মানপূর্বক সেটি নেতাজির উক্তি বলে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে এ অভাবনীয় ও অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সেরকমই একটি ঘটনা নজরে এল সম্প্রতি। যদিও বছর কয় ধরে সমাজ মাধ্যমে চলছে ঐ পোস্ট করা আখ্যানটি সাধারণকে বিভ্রান্ত করতে। সমাজমাধ্যমে ছড়ানো ঐ 'নেতাজির উক্তি' টি 'ভুয়ো ও বাম কংগ্রেস জালিয়াতির উৎকৃষ্ট উদাহরন' আখ্যা দিয়ে বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক চন্দ্রচূড় ঘোষ ২০২২ এর ২৪ শে জানুয়ারী সমাজমাধ্যমে এক পোস্ট না করলে হয়ত বিষয়টি এত নজর কাড়তো না।

সমাজমাধ্যমে এরকম একটি পোস্ট হয়ত অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন। ইংরেজিতে লেখা Netaji Subhas Chandra Bose on Hindu Mahasabha শীর্ষক সমাজমাধ্যমে ছড়ানো ঐ পোস্টটিতে লেখা হয়েছিল-éThe Hindu Mahasabha has deployed sannyasis with tridents in their hands to beg for votes.At the very sights of tridents and saffron robes Hindus bow their heads in reverence. By taking advantage of religion and desecrating it– the Hindu Mahasabha has entered the area of politics. It is the duty of all Hindus to condemn it...

Banish these traitors from national life.Donót listen to them.

- Netaji Subhas Chadra Bose–at a public meeting on12th May 1940 at Jhargram in West Bengal .

The above quotation is a translation by Arnab Banerjee from the original Bengali speech by Netaji Subhas Chandra Bose as it appeared in the Anandabaar Patrika newspaper dated 14th May1940.

এও অকল্পনীয় ছিল যে প্রায় দু'বছর পার করে লোকসভার এই নির্বাচন চলাকালীন ঐ বাংলা দৈনিকে গত ১৩ই এপ্রিল এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হয় প্রধানত ঐ নেতাজি গবেষকের বক্তব্যকে খণ্ডন করে 'হিন্দুত্ববাদী' রাজনীতিকে নিন্দামন্দ করতে। 'আজকাল রাজনীতির তরজায় বার বার উঠে আসছে ১৯৪০ এর জুন মাসে দেওয়া নেতাজির একটি বক্তৃতার কথা'-নিবন্ধের প্রাম্ভিক বাক্যটি এমন হলেও আসলে উল্লিখিত ঐ বাংলা সংবাদপত্রের ১৯৪০ এর ১৪ই মে'র সংস্করনের সপ্তম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১২ই মে'র ঝাড়গ্রামে দেওয়া সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার (যার বিবরণ অন্যকোন সংবাদপত্রে বা কোন গ্রন্থে প্রকাশিত না হলেও) একটি অংশ (অনুচ্ছেদ) উদ্ধৃত করে 'ঐ বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ঘোর সমালোচনা করেছিলেন — এই মন্তব্য করতে গিয়ে নিবন্ধকার গত কয়েক বছরে সমাজমাধ্যমে নানা ভাবে ছড়ানো 'নেতাজির উক্তিটি'র সত্যতা প্রমানের সূত্র হিসেবে ১৯৪০ এর ১৪ই মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার উল্লেখ করে 'চন্দ্রচূড়বাবুরা' ঐ তারিখের আনন্দবাজারের খোঁজ না করেই (যেহেতু সূত্র হিসেবে সেরকমই উল্লেখ ছিল) 'নেতাজি ওরকম কোন উক্তি করেননি এবং ওরকম উক্তির উল্লেখ সব বাম-কংগ্রেসের জালিয়াতি' সমাজমাধ্যমে এমন মন্তব্য টুইট করায় কটাক্ষ করেছেন। একথা স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় যে নিবন্ধ রচনার পূর্বে উল্লিখিত বাংলা দৈনিকের ঐ বিশেষ সংস্করণটির সাতের পাতাটি নিবন্ধকার নিশ্চয়ই স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন (সম্ভবত পত্রিকার আর্কাইভস থেকে)। যদিও তিনি তাঁর বক্তব্যের ও সমাজমাধ্যমে ছড়ানো বিশেষ কৌশলে প্রস্তুত 'নেতাজির উক্তি'রও সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন উক্ত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ-কিন্তু যা করেননি তাহল উক্ত সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশিত সুভাষচন্দ্রের ভাষণের এর সাথে Netaji Subhas Chandra Bose on Hindu Mahasabha শীর্ষক সমাজমাধ্যমে ছড়ানো ঐ পোস্টটির আখ্যানের গুরুতর পার্থক্যের কথা; প্রকাশ করেননি ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতিবা বিচ্যুতির প্রসঙ্গটি ।

এবারে ১৪ই মে ১৯৪০ এর ঐ পত্রিকার ৭ এর পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিবন্ধে প্রতিবেদনের উদ্ধৃত ঐ অনুচ্ছেদের পরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদেই ছিল,যা নিবন্ধকার উদ্ধৃত বা উল্লেখ করেননি হয়ত সচেতনভাবেই, — দক্ষিণপন্থীদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করিয়া শ্রীযুক্ত বসু বলেন জনমত উপেক্ষা করিয়া কৃত্রিম অ্যাডহক কমিটি বাংলা দেশে চাপাইয়াছেন। তাঁহারা দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন (নিম্নরেখ এই নিবন্ধকারের)। এই বিশ্বাসঘাতকদিগকে আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে সরাইয়া দিন। তাহাদের কথা কেহ শুনিবেন না। অনুচ্ছেদের শেষ দু'টি বাক্যেরই ইংরাজী তর্জমা হল সমাজ মাধ্যমে ছড়ানো (আসলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া) ইংরাজীতে প্রস্তুত পোস্টটির বোল্ড করে লেখা শেষ লাইনটি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 'ব্যানিশ দিস ট্রেটারস ফ্রম ন্যাশন্যাল লাইফ ডোন্ট লিসন টু দেম' এই কঠোর বাক্যটি সুভাষচন্দ্র প্রয়োগ করেছিলেন কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের প্রতি, হিন্দু মহাসভার প্রতি নয় তার রাজনীতি সমালোচনা করলেও। ১৯৪০ এর ১৪ই মে'র প্রতিবেদন থেকে এও সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে ঐ বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র কেবল 'হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ঘোর সমালোচনা করেছিলেন' এমনটিও নয় বরং তিনি কঠোরতর বাক্যে তীব্রতর সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের প্রতি।এর প্রেক্ষাপট স্মরণ করায় যে ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কংগ্রেস সভাপতি পদে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে হয় নেহরু ও গান্ধীর আশীর্বাদ ধন্য কংগ্রেস্রে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর চক্রান্তে। তাঁর পদত্যাগপত্র অবিলম্বে গৃহীত হওয়ায় নতুন সভাপতি হন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এরপর ১৪ই আগস্ট 'গুরুতর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য' সুভাষচন্দ্রের বঙ্গীয়প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে অপসারণ ও তিন বছরের জন্য সাসপেনশন। প্রতিবাদে সারা বাংলা বিক্ষোভে ফেটে পড়লে ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জনের মতো বঙ্গীয় প্রদেশ সমিতি বাতিল করে চাপিয়ে দেওয়া হল অ্যাডহক কমিটি যার নেতৃত্বে কিরনশঙ্কর রায়। এই প্রেক্ষাপটেই ঝাড়গ্রামের ঐ সভায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠিকে বলেছিলেন দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক। অন্যায়ভাবে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র সে সময় কংগ্রেস্রে প্রতি যে কি পরিমান ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে সে সময় মহাত্মাজীকে লেখা এক পত্রের এই ছত্রক'টিতে — কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি অসঙ্গত ও অন্যায় আচরণ করিলে আমাদের তদনুরুপ প্রতিক্রিয়া হইবে। বর্তমানে আমাদিগকে মৌলনা আবুল কালাম আজাদের স্বৈরতন্ত্র ও জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদিগকে কখনোই দেশের বৃহত্তর প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিবে না। (সুভাষ রচনাবলী) কিন্তু নেতাজির উক্তি বলে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিশেষ ছাঁদে তৈরি যে ভাষণটি সম্পর্কে ২০২২ এর ২৪ জানুয়ারির টুইটে চন্দ্রচুড় ঘোষ 'বাম-কংগ্রেসি জালিয়াতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ' আখ্যা দিয়েছিলেন সেখানে আনন্দবাজারে প্রকাশিত ১৪ই মে'র প্রতিবেদনের উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদের প্রথম অংশটি বাদ দিয়ে তার পরের বাক্যটি এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আগের অনুচ্ছেদের সাথে যাতে আসলে কংগ্রেসের তৎকালীন হাইকম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নেতাজির ঐ কঠোরতর উক্তিটিকে জালিয়াতি করে হিন্দুমহাসভার বিরুদ্ধে বলে (অপ)প্রচার করে সুকৌশলে 'হিন্দুত্ববাদীদের' একহাত নেওয়া যায়। আর বর্তমানে চলা দেশের লোকসভা নির্বাচনে প্রচণ্ড আকচা-আকচি'র আবহে প্রকাশিত নিবন্ধটি যাতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ গুরুতর জালিয়াতির ব্যাপারটি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে চন্দ্রচূড় ঘোষকে কটাক্ষের মাধ্যমে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে, একশ্রেণীর সাধারন পাবলিক সেটি খাবে ভালো। চন্দ্রচূড়বাবু হয়তো আনন্দবাজারের ১৯৪০এর ১৪ই মে'র ওই প্রতিবেদন দেখেননি কিন্তু নিবন্ধকার যেহেতু তা দেখেছেন তাঁর পক্ষে ঐ জালিয়াতি উদঘাটন করে সত্য স্বীকার করলেই সততার পরিচয় হতো কারণ অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়ে কম দোষনীয় নয়।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ঝাড়গ্রামের ঐ ভাষণের মাত্র এক সপ্তাহকাল আগে ৪ঠা মে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলীয় মুখপত্রে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল — কংগ্রেস এই নিষেধাজ্ঞা (হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগ সম্পর্কে) আরোপের পর হইতে কোন কোন মহলে এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি হইয়াছে।সামাজিক অস্পৃশ্যতা ত্যাগের চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাকে উৎসাহিত করিতেছি।সুতরাং যখনই এই সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা হয় তখনই অনেকে যেন আৎকাইয়া উঠেন।বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রে ইহা ঘটে যখন ইহা নাগরিক প্রশাসন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রথমে হিন্দু মহাসভা ও পরে মুসলীম লীগের সহিত একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করে। কংগ্রেসী নীতির আলোকে বিচার করিলে উল্লিখিত আপোষ-রফা (হিন্দু মহাসভার সঙ্গে) ছিল আলোচনার উর্দ্ধে।তৎসত্ত্বেও এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয় গান্ধীবাদীগণ কংগ্রেসসেবীগণের মধ্যে প্রভূত পরিমানে বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ দেখা যায়। সম্প্রতি আমরা এক ধরণের রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতার শিকার হইয়াছি-একমাত্র এই তত্ত্বের দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের দিক হইতে আমরা সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করি না। পক্ষান্তরে আমরা মনে করি যে ইহাদিগকে দলে টানিবার জন্য কংগ্রেসের অব্যাহত প্রয়াস করা উচিত।

হিন্দু মহাসভার সাথে কংগ্রেসের ঐ রাজনৈতিক বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা বিবিধ কারণে যে সফল বা স্থায়ী হয়নি সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও সুভাষচন্দ্র তাদের সরিয়ে দেওয়া বা নির্বাসন দেওয়ার নিদান তো দেনই নি বরং রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাকে উৎসাহদানের মনোভাবকে কটাক্ষ করেছেন;সময় বিশেষে প্রয়োজনে দেশের স্বার্থে তাদের সাথে নেওয়ার কথা ভেবেছেন ও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপও করেছেন। এ কথা আজ (বিজেপি দেশের শাসন ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই) সর্বজনবিদিত এবং বহুচর্চিত যে ভাগাভাগি করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর কুর্সিতে আসীন হয়ে তৎকালীন সরকার কিভাবে প্রথম থেকেই স্বাধীনতা অর্জনে এবং সঠিক রাষ্ট্রচিন্তায় এই ইতিহাসপুরুষের অবদান ভুলিয়ে দিতে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছে।এও আজ অজানা নয় যে নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য বজায় রাখতেই ১৯৩৯ এ দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন গান্ধিজী ও তাঁর স্নেহধন্য পণ্ডিত নেহরু যাঁর সাথে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিরও ভিন্নতা ছিল। এ ছাড়াও দু'জনের মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। যদিও ইদানীং এক শ্রেনীর নেহরুপন্থী কলমচিরা দীর্ঘ রচনায় বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এ প্রতিপন্ন করতে যে অপাপবিদ্ধ নেহরু নাকি সুভাষকে ভাই এর মত স্নেহ করতেন,এবং রাজনীতিতে সহযোদ্ধা মনে করতেন -তাঁদের মধ্যে নাকি ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভালই ছিল। ইতিহাস অবশ্য অন্য কথা বলে। বস্তুত ত্রিপুরীর সময় নেহরুর বিরুদ্ধতা ও সেই অনুযায়ী প্রচারে তাঁর পক্ষে বিশেষ প্রতিকুল হয়েছিল বলে সুভাষচন্দ্রের নিজেরও মনে হয়েছিল।এ ব্যাপারে 'বন্ধু' জওহরলালের আচরনে ক্ষোভে দুঃখে সুভাষ পরে একটু সুস্থ হয়ে দীর্ঘ সাতাশ পাতার এক চিঠি দিয়েছিলেন তাঁকে, যার কয়েকটি পংক্তি- তথ.আমি জানতে চাই যে তুমি কি সমাজবাদী,না বামপন্থী,অথবা মধ্যপন্থী,না দক্ষিণপন্থী, না আর কিছু? ...যদি পুরাতন প্রহরীরা আমার বিরুদ্ধে লড়তেই চেয়েছিলেন ,তাঁরা তা সোজাসুজি করেন নি কেন?মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন কেন?এটা চমৎকার কৌশল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, এই চালটা কিসত্য আর অহিংসার সঙ্গে খাপ খায়? পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রকে লেখা এক চিঠিতে নেহরু বলেছিলেন-আমি দুঃখিত যে আমাকে বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে।হয়তো চেষ্টা করার মানেও হয়নাদ(নেহরু অ্যান্ড বোসঃ প্যারালাল লাইভস-রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়) । প্রসঙ্গত ত্রিপুরীর ঘটনার অনেক পরে ষাটের দশকের গোড়ায় সাংবাদিক তারা জিনকিনের কাছে স্মৃতিচারণকালে নেহরু স্বীকার করেছিলেন — It is true – I did let Subhash down '(Reporting India –Tara Jinkin –1962); মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সব জেনেও আজ কেন্দ্রের শাসক দলের প্রতি বীতরাগে অনেকে নেহরুবন্দনায় আশ্রয় নিচ্ছেন ভাবের ঘরে চুরি করে বা বিভ্রান্তিতে-কেউবা সেই বিভ্রান্তির সুযোগটিকে ব্যবহার করছেন মস্তিষ্ক প্রক্ষালণের মাধ্যমে নেহরুবন্দনায় প্রেরণা যোগাতে।

প্রসঙ্গত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে গান্ধীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ দেখা দিলে সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও আনন্দবাজার নির্ভয়ে সুভাষচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন— যুগান্তর এবং অমৃতবাজার না করলেও। ভারতের বাইরে নেতাজির কর্মকাণ্ড ও পরবর্তী অধ্যায়ের প্রচারেও ঐ পত্রিকা দ্বিধা করেনি। আনন্দবাজারেরই সাংবাদিক অধুনা প্রয়াত বরুন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য' শীর্ষক গ্রন্থে ও ঐ পত্রিকায় বিবিধ তথ্য ও পূর্ববর্তী কমিশনের রিপোর্টের সাক্ষ্যপ্রমানাদির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে বিমানদূর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু এক সাজান ঘটনামাত্র । কিন্তু ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে বহে গিয়েছে অনেক জল। আজ শুধু একটি পরিবারের জয়গান চলছে অন্ধভাবে-মহিমান্বিত করতে জাতীয় জীবনের অতিকায় কলোসাসকে। সেজন্য সেই পরিবার বা সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষে অপ্রিয় সত্য চাপা দিতে চলে বিবিধ কৌশল— বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকদলের বিরুদ্ধতার সুযোগ ও পরিসরকে ব্যবহার করে। সেজন্য একদা কূটকৌশল ও হীনপন্থা গ্রহণ করেও যাঁকে টেনে নামাতে (লেট ডাউন) প্রয়াস করেছিলেন যিনি, তাঁর অনুগামীদেরও প্রয়োজন হয় সেই 'বন্ধু' সুভাষেরও উক্তিকে বিকৃত করে সমাজমাধ্যমে প্রচার করার। সেরকমই কেন্দ্রের শাসকদলের রাজনৈতিক বিরোধিতায় সব জেনেও আজ ভুলে যাওয়া দস্তুর পণ্ডিতজীর সব ভুল কিংবা অন্যায় কিংবা ক্ষমতালিপ্সায় পরিবারতন্ত্রের সূচনার ইতিহাস। হয়ত সেই ধারাবাহিকতায়ই রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্তস্বরূপ কলকাতা ময়দানে এক বিশেষ ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে গৌতম বুদ্ধের দুই শিষ্যের অস্থি হস্তান্তর করার ঘটনা প্রসঙ্গে প্রায়শ সচেতন বিস্মরণে উল্লিখিত হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্যামাপ্রসাদকে 'মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগী'হিসেবে এবং নেহরু কর্তৃক তাঁকে সে দায়িত্ব দেওয়ার ঘটনা,যা তথ্যগতভাবে সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত নয়, অনুসিদ্ধান্তও উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তিকর। প্রথমত শ্যামাপ্রসাদ নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৫০ এর এপ্রিলে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে আর কলকাতা ময়দানে অস্থি হস্তান্তরের সে অনুষ্ঠান হয় ১৯৪৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী শ্যামাপ্রসাদই যার প্রধান উদ্যোক্তা। বাস্তবে পিতা আশুতোষের মতো ১৯৪২ থেকে আমৃত্যু মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি এবং অন্যান্য বৌদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগেই লণ্ডনের মিউজিয়াম থেকে সারিপুত্ত ও মৌদ্গাল্যায়নের অস্থি এদেশে পৌঁছয় ১৩ তারিখে এবং পরদিন ময়দানে রাজভবন থেকে মিছিল করে ময়দানে পৌঁছন অস্থিকলস সহ রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রি, মুখ্যমন্ত্রি ও খালিপায়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রি শ্যামাপ্রসাদ এবংসেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সামনে পবিত্র অস্থি পূর্নস্বর্নকলস গ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ সোসাইটির সভাপতি হিসেবে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে খালিপায়ে মাথায় করে সেই স্বর্নকলস বহন করেন শ্রদ্ধার পরম্পরায়, দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নেহরুজীর অনুগ্রহ বা সৌজন্যের ভূমিকাহীন সে ঘটনায় শ্যামাপ্রসাদের বহুত্ববাদী ও মানবতাবাদী রূপটিই প্রতিভাত হয় । তবু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপপ্রচার আর জালিয়াতির খেলা চলছে নিরন্তর-যদিও এমন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের এক অলঙ্ঘনীয় গুরুদায়িত্ব থেকে যায় কঠিন হলেও ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আদিবাসী ভোট টানতে উত্তরবঙ্গের তিন বিধায়ক ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার প্রণত টুডুর জন্য আদিবাসী জনজাতিদের ভোট টানতে উত্তরবঙ্গের তিন বিধায়ককে ময়দানে নামিয়েছে গেরুয়া শিবির।

উত্তরবঙ্গের এই তিনজন বিধায়ক হলেন মালদার হাবিবপুরের জুয়েল মুর্মু, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন কেন্দ্রের বিধায়ক বুধরাই টুডু এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কুমার গ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাও।

জনজাতি গোষ্ঠীর এই তিন বিধায়ক ঝাড়গ্রাম জেলার বিজেপি নেতাকর্মী এবং মণ্ডল কমিটির কার্যকর তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কিভাবে ভোটের প্রচার করতে হবে এবং ওইসব এলাকায় কিভাবে ভোট করাতে হবে। বিগত দশ দিন ধরে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের আদিবাসী জনজাতি এলাকায় ঘুরে ঘুরে সেইসব এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন উত্তরবঙ্গের তিন বিধায়ক।

৩৩ নম্বর ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রটি তপসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। তিন জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে এই লোকসভার অন্তর্গত। বিধানসভাগুলি হল ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম গোপীবল্লভপুর বিনপুর ও ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও শালবনি।

মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রেই আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত। পুরো লোকসভা এলাকায় কুড়মি সাঁওতাল ভূমিজ মুন্ডা মাহালী কোড়া শবর ইত্যাদি জনজাতির মানুষ রয়েছেন ৬০ শতাংশের কাছাকাছি। এদের মধ্যে সঠিকভাবে দলের প্রচার ছড়িয়ে দিতে উত্তরবঙ্গের এই দিন বিধায়ক কাজ করে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে। কুড়মিরা এবার তাদের তপসিলি উপজাতিভুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে টালবাহানার অভিযোগ তুলে অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে তাদের ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা নিজেরাই দু'জনকে প্রার্থী করেছে। কুড়মি ভোট যাতে অন্য কোনও দিকে না যায় সেজন্য একজন প্রার্থীকে পছন্দ না হলে অন্য আরেক প্রার্থী তাদের ভোটার না ভোট দিক, এমনটাই বলছেন কুড়মি নেতারা। কুড়মিদের এই সিদ্ধান্ত দেখেই অন্যান্য জনজাতির গোষ্ঠীর ভোট ম্যানেজ করতেই উত্তরবঙ্গের এই তিন বিধায়ককে ঝাড়গ্রামে নিয়ে আসা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই তিন বিধায়ক বিজেপির কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে থাকছেন না। জনজাতি ভোটব্যাংক বাড়ানোর ক্ষেত্রে তারা কাজ করছে বলে দলের জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো জানিয়েছেন।

দিন কয়েক আগে ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে। তিনি উত্তরবঙ্গের এই তিন বিধায়কের সঙ্গে ভোট কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের আরো এক বিধায়ক মনোজ টিগ্গা। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে আদিবাসী জনজাতি ভোট যাতে অন্য দিকে না গিয়ে বিজেপির ভোট বাক্সে নিয়ে আসতে পরামর্শ দিচ্ছেন মনোজ। জুয়েল মুর্মু দেখছেন বিনপুর এবং বুধরাই টুডু দেখছেন বান্দোয়ান এসটি বিধানসভা কেন্দ্র। তারা ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বোঝাচ্ছেন কেন্দ্রে একটি রাষ্ট্রবাদী শক্তিশালী স্থায়ী সরকার দরকার এবং এইজন্য বিজেপিকে ভোট দেওয়ার দরকার রয়েছে। মোটামুটি উত্তরবঙ্গের এই বিধায়করাই ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর ভোটের রণকৌশল তৈরি করছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সন্দেশখালিতে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল, রেখা পাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ফের সন্দেশখালিতে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজেপি নেত্রী পিয়ালী দাস বসিরহাট মহকুমা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করতে আসলে তাকে সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ও পিয়ালী দাস। সেই আবহেই বুধবার সন্দেশখালি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে যান বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। তিনি গ্রামবাসীদের অভিযোগ শোনেন পাশাপাশি বলেন, পুলিশ রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়ি যাচ্ছে হেনস্তা করছে। যেখানে শেখ শাহজানের ভাই সিরাজের নামে অভিযোগে রয়েছে সেখানে পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও কেন সন্দেশখালি আসেননি। এই নিয়ে তিনি কথা বলেন সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলে। অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে হয়রানির অভিযোগ তুলে বিজেপি নেত্রীকে বলেন।

ইতিমধ্যে সন্দেশখালি ঘটনা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন, উত্তর ২৪ পরগনার নির্বাচন কমিশনেরআধিকারিকদের বাড়তি নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো সকাল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল চলছে। এর মধ্যেই বাগদি পাড়ায় বিজেপি প্রার্থীর রেখা পাত্র গেলে তাকে অভিযোগ জানান গ্রামের মহিলারা। তাদের দাবি, আমরা কিভাবে নির্বিঘ্নে ভোট দেব? আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, আতঙ্কে মধ্যে রয়েছি।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সন্দেশখালির বাগদি পাড়া রামপুর কাঠপল এলাকার মানুষ। ইতিমধ্যে সিবিআই সন্দেশখালি কাণ্ডের যে কোনও বিষয় নিয়ে অভিযোগ দায়ের করার জন্য পোর্টাল খুলেছে। তাহলে কি কোনও জায়গায় প্রশাসনিক দুর্বলতা রয়েছে? নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে নিরাপত্তা দিতে পারছে না? সন্দেশখালির মানুষ এমনই প্রশ্ন তুলছে। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র এদিন বলেন, পুলিশের অত্যাচার, তৃণমূলের হুমকি এবং প্রশাসনের উদাসীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ আরএসও/ কেজিপি/ ই-টেন্ডার/মে-২৪, তারিখ ১৪.০৫.২০২৪, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দুই (০২) বছরের মেয়াদের জন্য আইএসজি/খড়গপুর, খড়গপুর ইয়ার্ড, নিমপুরা রিসেপ. ইয়ার্ড, নিমপুরা থ্রু ইয়ার্ড এবং হিজলিতে দিন রাত ব্যাপী ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ করে নদীর বালি সরবরাহ, জমা, বাছাই, প্যাকিং ও ভরতি করার কাজ। [বালি বাছাই ও শুকনো করার কাজ ঠিকাদারকে করতে হবে এবং এই ট্রিটেড বালির স্পেসিফিকেশন হবে এম-৯১৬-৫১ (কার এবং লোকোমোটিভ স্যান্ড)] **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ১,১৯,৭৩,৬৮১.৬০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০৯,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **দাখিল করার তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-146)

পাম্প বসানোর জন্য মাটি খুঁড়তেই নামল ধস, ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তীব্র দাবদহের মধ্যে পানীয় জলের সংকট দূর করতেই পাম্প বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। আর সেই জলের পাম্প বসানোর ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়তেই ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশমাটি এলাকায় ঘটে গেল বিপত্তি। পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়তে গিয়েই হুড়মুড়িয়ে বিশাল ধসে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার আশেপাশের বেশ কিছু বাড়ির ক্ষতির আশঙ্কা করেই তড়িঘড়ি পাম্প বসানোর কাজ বন্ধ করে দেয় পুরসভা কর্তৃপক্ষ। আর এই ঘটনায় মহেশমাটি এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বেশ কিছু বাড়ির ভীত বসে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। এমনকী ওই এলাকায় অনেক বহুতল রয়েছে। সেগুলো ক্ষতির আশঙ্কা করেই এই পাম্প মেশিন বসানোর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তীতে কোথায় পাম্প বসানো হবে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিবেদিতা কুন্ডু।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই তীব্র দাবদহের জেরে বেশ কিছু ওয়ার্ডে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দারপুর, রামকৃষ্ণপল্লি, মহেশমাটি এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিবেদিতা কুন্ডু পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে মহেশমাটি এলাকায় নতুন পাম্প বসানোর দাবি জানিয়েছিলেন। সেই মতো পুরসভা থেকে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশমাটি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন একটি পাম্প বসানোর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পানীয় জলের পাম্প বসানোর কাজ শুরু হতেই বিশাল জায়গা নিয়ে মাটির ধস নেমে বিপত্তি ঘটে। আর এই ঘটনায় ওই এলাকার একাংশ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভেবেই নতুন করে পানীয় জলের পাম্প বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহেশমাটি এলাকার যেখানে পানীয় জলের পাম্প বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল, সেই জায়গার একটা বড় অংশ যে এত গভীরভাবে ধসে বসে যাবে তা ভাবা যায়নি। আর এই ধসের জন্য আশেপাশের বেশ কিছু বাড়ির ভীত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আপাতত এলাকায় পানীয় জলের পাম্প বসানোর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে এখনো এলাকার বাসিন্দাদের জলসঙ্কটের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিবেদিতা কুন্ডু জানিয়েছেন, এলাকায় পানীয় জলের সংকট দূর করতেই নতুন একটি পাম্প বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মহেশমাটি এলাকার কিছু মানুষের সহযোগিতায় একটি ফাঁকা জায়গায় পাম্প বসানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু মাটি খুঁড়তেই বড় অংশ জুড়ে ধসে নেমে গিয়েছে। পরবর্তীতে নতুন জায়গা দেখেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নতুন এই পাম্পটি বসানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কলকাতা রেজিস্ট্রার সামকন ইনফ্রাভেঞ্চারস এলএলপি (এলএলপিআইএন : এএএইচ-৮৯৯৭), ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ I অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে এলএলপি নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- ভারত এবং ভারতের বাইরে সকল ধরনের রিয়েল এস্টেট, সম্পত্তি, জমি উন্নয়ন, পরিকাঠামো সুবিধাদি, এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি যে কোনও ধরনের, মুক্ত, ইজারাধারী, ভাড়া বা অন্যভাবে লেনদেন ব্যবসা পরিচালনা, সকল ধরনের নির্মাণ এবং বিল্ডিং মেটেরিয়ালস, মেশিনারিজ, টুলস, প্রয়োগ, সরঞ্জাম, অ্যাপারেটাস ইত্যাদি লেনদেন এবং পূর্ত এবং নির্মাণকারী হিসেবে, সিভিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা, সরবরাহকারী, বিল্ডার্স, প্রমোটার্স, এস্টেট প্রতিনিধি এবং কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ।
- ডেভেলপিং, এস্টাবলিশিং, প্রমোটিং, অ্যারেঞ্জিং, ডিজাইনিং, নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধায়ক, ম্যানেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন এবং ব্যবস্থাকরণের কাজ পরিচালনা, সকল ধরনের পরিকাঠামো সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান, অ্যামেনিটিস, নেটওয়ার্কিং, প্ল্যাটফর্ম, লজিস্টিক, সার্ভিসেস, টেকনিক্যাল সহায়তা, সিস্টেম গঠন ইত্যাদির ব্যবসা পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের সংস্থাপনা এবং পরিচালনা সকল ধরনের লেনদেন, বাণিজ্যিক এবং শিল্প সংক্রান্ত ব্যবসায় পরিচালনা, এবং ট্রেড এক্সচেঞ্জ ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়া, এবং পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ার, ডেকোরেটর, সার্ভেয়ার ইত্যাদি হিসেবে কাজ করা।
- আমদানি এবং রফতানি ব্যবসায় ডিলার এবং অভিজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের লৌহ এবং ইস্পাতের, বিশেষ স্টিল, কার্বন স্টিল, টুল অ্যালয় স্টিল, মাইল্ড স্টিল, এবং অন্যান্য ধরনের এবং বিভিন্ন গ্রেডের লৌহ এবং ইস্পাত এবং স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ পরিচালনা এবং রূপায়ণ এবং উৎপাদন এবং লেনদেন স্টিল বিলেট, স্টিল রড, স্টিল ইনগট, স্টিল সিট, স্টিল ওয়্যার এবং সকল ধরনের লৌহ এবং স্টিল পণ্য নির্মাণ, বিক্রি এবং লেনদেন সমুদয় বিষয় এবং যেকোনও বাই প্রোডাক্ট যা লৌহ এবং ইস্পাত উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি রুম নং ১০পি, ১ম তল, ৫ ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি (ক্লাইভ রো), কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিত ভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা) ভারত পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ১৫ মে ২০২৪

সামকন ইনফ্রাভেঞ্চারস এলএলপি'র পক্ষে
স্বা/-
গুঞ্জন সিংঘানিয়া
অংশীদার

কোটি টাকার ব্রাউন সুগার-সহ ধৃত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার এবং নগদ ৩২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল কালিয়াচক থানার অন্তর্গত গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় ধৃত ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে টাকা গোনার একটি মেশিনও উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির অন্তর্গত বামনটোলা এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে গোপনে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই বাড়ির একটি শোবার ঘরের খাটের তলা থেকেই বস্তা ভর্তি ৭ কিলো ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ঘরের আলমারিতে রাখা নগদ ভারতীয় অর্থ ৩২ লক্ষ টাকাও উদ্ধার করেছে পুলিশ। এত বিপুল পরিমাণ ভারতীয় নগদ অর্থ এবং মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পর রীতিমতো হতচকিত হয়ে গিয়েছে অভিযানকারী পুলিশ কর্তারা। এই ঘটনায় সমীর শেখ নামে ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য এবং নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে ধৃতের যুক্ত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সমীর শেখ গোলাপগঞ্জ এলাকার বামনটোলা গ্রামের বাসিন্দা। সাদামাটা জীবন যাপন করে সমীর শেখের পরিবার। বিভিন্ন ধরনের ছোটখাট ব্যবসা রয়েছে ওই ব্যক্তির। গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে ধৃত সমীর শেখের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ মাদক মজুত করা রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে যে এত বিপুল পরিমাণ ভারতীয় নগদ অর্থ উদ্ধার হবে সেটাও ভাবতে পারেনি অভিযানকারী পুলিশকর্তারা। বর্তমান আন্তর্জাতিক চোরাবাজারে ৭ কিলো ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারের দাম প্রায় ২৮ কোটি টাকা হতে পারে বলেও অনুমান পুলিশের। ধৃত সমীর শেখের সঙ্গে আন্তর্কজাতিক একটি মাদক কারবারির চক্র যুক্ত রয়েছে বলেও ধারণা পুলিশের।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যের কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ধৃত সমীর শেখ। বাংলাদেশ ও নেপালেও তার যাতায়াত রয়েছে। তবে এত বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার মজুত করার ক্ষেত্রে বড় কোনো অপরাধচক্রের সঙ্গে ড্রিল হয়ে থাকতে পারে ধৃত ব্যক্তির। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, মাদক পাচার চক্রের পান্ডা সমীর শেখকে গ্রেপ্তার করেছে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের বাড়ি থেকে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ভারতীয় নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে বুধবার আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুরু হয়েছে 'বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুম'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তীব্র গরমের জেরে বন্ধ রয়েছে স্কুল। তাই পড়ুয়াদের জন্য শুরু করা হয়েছে 'বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুম'। আয়োজন করেছে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। সেই মতো সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে জারি করা সেই নির্দেশিকা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে জেলার সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গরমের ছুটি ও ভোটের কারণে বর্তমানে বন্ধ রয়েছে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। প্রখর তাপে অন্যান্য জেলার মতো নাজেহাল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসী। হাওয়া অফিসের তরফে জারি করা হয়েছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। এর জেরেই রাজ্য সরকারের সমস্ত স্কুলে এগিয়ে আনা হয়েছে গরমের ছুটি। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সময় নষ্ট যাতে না হয় তার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তরফে 'বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুম' এর আয়োজন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা প্রস্তুত করা ই-কনটেন্ট আপলোড করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে। শিক্ষা দপ্তরের তরফে দেওয়া শ্রেণি ও ক্লাস অনুযায়ী আলাদা আলাদা লিঙ্কে অথবা কিউআর কোড স্ক্যান করেও ছাত্রছাত্রীরা 'বাংলার শিক্ষা ক্লাস রুমে' অংশ নিতে পারবে। এর মধ্যমে পড়ুয়াদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে জানাচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। যদিও যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেই তারা কিভাবে 'বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুমে' অংশ নিতে পারবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষিকারা। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন বলেন, 'আপাতত নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ই-কন্টেন্ট দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সমস্ত শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্যই ই-কন্টেন্ট আপলোড করা হবে। আমরা ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের এ বিষয়ে অবগত করবার জন্য প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইতিমধ্যে অবগত করেছি।'

ফের খনির নীচে কর্মরত অবস্থায় ইসিএল কর্মীর মৃত্যু, উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: খনির নীচে ইসিএল কর্মীদের সুরক্ষার ব্যাপারে গাফিলতির দৃষ্টান্ত বারবার সামনে এসেছে। বারবার খনির নীচে কর্মরত অবস্থায় ইসিএল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। চলতি মাসের ৮ তারিখ কুনুস্তোরিয়া এরিয়ার পড়াশিয়া কোলিয়ারিতে খনির নীচে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয় এক ইসিএল কর্মীর। বারবার খনির নীচে এই ভাবে দুর্ঘটনার পরও হুঁশ ফেরেনি ইসিএল কর্তৃপক্ষের।

বুধবার সকালে ফের শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনার খবর সামনে এল। প্রত্যেকদিনের মতো মঙ্গলবার রাতের নিজের কাজে যোগ দিয়েছিলেন বছর ৪৫ এর রঞ্জিত বাউড়ি নামে এক ইসিএল কর্মী। তিনি আন্ডারগ্রাউন্ড ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। রাতের শিফট হয় রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। বুধবার সকাল ৭ টা ১৫ নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনা। ফোনের নীচে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় রঞ্জিত বাউরির বলে কোলিয়ারি সূত্রে জানা যায়। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের জামবাদ কোলিয়ারীর চার নম্বর পিটে। কোলিয়ারিতে এদিনের এই দুর্ঘটনার পরই খনির নীচে সুরক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয় খনি কর্মীরা। মৃত কর্মীর বাড়ির একজনকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি এবং উপযুক্ত যে সমস্ত ক্ষতিপূরণ ইসিএল এর নিয়ম অনুযায়ী দুর্ঘটনার পর দেওয়া হয়ে থাকে সেইসবের দাবিতে খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন খনি কর্মীরা ও পরিবারের লোকজন। ইসিলে তরফের সমস্ত দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার পর বিক্ষোভ উঠে যায়। তবে শেষমেশ প্রশ্ন একটা থেকেই যায়, এভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়েই কি দায় সারবে ইসিএল? নাকি এরপর খনির নীচে সুরক্ষার ব্যাপারে নজর দেবে। যদিও এই বিষয়ে ইসিএলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বালিমাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বালি পাচার রুখতে গিয়ে বালি মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত খোদ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার অন্তর্গত ঝাপরটোল এলাকায়। আক্রান্ত আধিকারিককে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘিতে ক্রমশই বাড়ছে বালি মাফিয়াদের দৌড়াত্ম্য। সেই অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বিএলএলআরও গৌড় সোরেন। পাশাপাশি আক্রান্ত হয়েছেন ওই দপ্তরের ৩ কর্মী। দুষ্কৃতীরা তাদের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করেছে বলে অভিযোগ।

আক্রান্ত আধিকারিক জানান, এলাকা থেকে ক্রমশ বালি পাচার হচ্ছে। এমন বেশ কিছু অভিযোগ আসাতেই তারা অভিযান চালান। ফেরার পথে বালি বোঝাই একটি লরি আসতে দেখে তা থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ওই আধিকারিক। চালান দেখতে না পেয়ে মালিককে ডেকে পাঠান আধিকারিক। কিছুক্ষণ পরেই বাইকে চেপে ৫ জন দুষ্কৃতী সেখানে এসে লাঠি দিয়ে তাদের এলোপাথাড়ি মারধর করে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্ষা পান তারা। পরে তাদের রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এবিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানান আক্রান্ত সরকারি আধিকারিক।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করে তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে আরামবাগ হাইস্কুলে মুখ উজ্জ্বল করলেন এক শিক্ষক

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: এবার ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুললেন একজন শিক্ষক। এই খ্যাতি অর্জন করে উনি পরিবারের পাশাপাশি স্কুলেরও নাম উজ্জ্বল করেন। আরামবাগ হাইস্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ভবানীপ্রসাদ দাস ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম তোলেন। তিনি একটি বাংলা ভাষায় বিয়ের আমন্ত্রণ পত্র তৈরি করেন। এই বিয়ের আমন্ত্রণ পত্রটির প্রতিটি শব্দ বাংলা বর্ণের প বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। প বর্ণের মাধ্যমে ভাষার মাধুর্যে বিয়ের কার্ডটি হয়ে ওঠে বর্ণময়। এটি ব্যতিক্রমী একটি দক্ষতা, যা সচরাচর দেখা যায় না। তাছাড়া প বর্ণের কার্যকারিতা এবং তাকে বিভিন্নভাবে ভাষায় প্রয়োগ করেন ওই স্কুলের শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাস। স্কুলে শিক্ষতার পাশাপাশি তিনি এক অসাধারণ কীর্তিতের পরিচয় দেন। বাংলা ভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। সেই ভাষাকে তিনি এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। তাঁর এই মেধা দিয়ে 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে' নাম তোলেন তিনি। জানা গিয়েছে, আরামবাগ হাইস্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রদের দক্ষতার সঙ্গে পড়ানোর পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ কাজ করতে ভালোবাসেন। গাছ লাগানো থেকে শুরু করে গাছের লালন পালন এবং ছাত্রদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেন তিনি। অবসর সময়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণের কার্যকারিতা নিয়ে চর্চা করেন ভবানীবাবু। নিজের খেলালে এই ভাবেই প বর্ণ নিয়ে চর্চা শুরু করেন এবং একদিন বিয়ের আমন্ত্রণ পত্র রচনা করে পাঠিয়ে দেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের দপ্তরে। সুখবর আসে ১৪ মে। আর তা জানাজানি হতে আরামবাগ হাইস্কুলে বুধবার উৎসবের আমেজ দেখা যায়। এই বিষয়ে আরামবাগ হাইস্কুলের শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাস বলেন, বেঙ্গলি ওয়েডিং কার্ড পাঠিয়েছিলাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে পাঠিয়েছিলাম। প্রতিটি পদ বা শব্দ শুরু হয়েছে প বর্ণ দিয়ে। ব্যতিক্রমী কাজ হিসাবে গ্রহণীয় হয়। খুবই ভালো লাগছে। আরামবাগ হাইস্কুলের পরিবারকে পাশে পেয়ে ভালো লাগছে। আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, এটি খুবই আনন্দের খবর। ভবানীপ্রসাদ দাস খুবই ভালো শিক্ষক। এই রকম একজন শিক্ষক আমাদের স্কুলের গর্ব। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তোলায় ভালো লাগছে। উনি গাছ লাগানোর ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা-গণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী তরুণ বিশ্বাস** পিতা মনোরঞ্জন বিশ্বাস, **শ্রীমতি মানবিকা বিশ্বাস,** স্বামী শ্রী তরুণ বিশ্বাস, স্বপ্নবাস অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৫২/১, রামকৃষ্ণ নগর, পশ্চিম বড়িশা, রামকৃষ্ণ নগর ক্লাব, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৬৩। **আরও ঠিকানা :** ৪৭/১১, বড়িশা পূর্ব পাড়া রোড, পূর্ব বড়িশা, পো : ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা: ৭০০০৬৩। **শাখার নাম : ঠাকুরপুকুর**	**তপশিল "সি" অংশ -১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত, **অংশ -২ : স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৮৭৬০ থেকে ৪৮৭৯৬, দলিল নং ১৬০৭০১১০৯-২০১৭ সালের, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : শ্রী তরুণ বিশ্বাস এবং শ্রীমতি মানবিকা বিশ্বাস** **তপশিল 'এ' উল্লেখনীয় :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবিভক্ত অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা ১৪ ছটাক মোট ৭ কাঠা ১ ছটাক ২২.৫ বর্গফুট থেকে অবশিষ্ট জমি ব্যবহৃত কেএমসি এবং নিকাশির প্রয়োজনে অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, জেলা কালেক্টরেট তৌজি নং ১-৬, ৮-১০ এবং ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা -খাসপুর,প্রেমিসেস নং ২৯২২,বিদ্যাসাগর সরণি, পো : ঠাকুরপুকুর, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩ , কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৪ অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নরূপ : **উত্তরে :** ১৮ ফুট কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪, **পূর্বে :** শ্রী তাপস কুমার ঘোষের জমি, **পশ্চিমে :** শ্রীমতি বকুল চক্রবর্তীর জমি। **তপশিল "বি" উক্ত উল্লেখ্য (বিক্রি/হস্তান্তরে স্বীকৃত ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ-৩, পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে,উত্তর পশ্চিম দিকে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং-কিচেন, দুই বাথরুম, অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ জমির স্বার্থ উক্ত সম্পত্তির এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৪ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফ্ল্যাট জেমস লং সরণির ওপর অবস্থিত নয়।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৩.০৫.২০২৪ এনপিএ তারিখ ০১.০৫.২০২৪	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৯৭৬০০৩২২১২ ৩৯৭৬০০৭৬৬৩৪ (টপ-আপ) এবং ৪০৫০৪৮৭৬৫৫৬ (টপ-আপ) (২৭,৮৬,২০৭ টাকা** (সাতাশ লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো সাত টাকা) ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আরামবাগের মাটিতে বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেবে মা-বোনেরা

তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় ভোটের প্রচার বলা যায় প্রায় শেষের দিকে। এবার নজরে হুগলির আরামবাগ লোকসভা। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন মিতালী বাগ। বুধবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী সভা করে গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তীব্র গরমের কথা ভেবে যাতে কেউ অসুস্থ হয়ে না পড়ে, বা কেউ অসুস্থ হলেও যেন দ্রুত হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া যায়, তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। বুধবার পুরশুড়ার এই সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দাগেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমার বিজেপির চার বিধায়ককে কটাক্ষ

করেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে খাল কেটে কুমির আনার মতো অবস্থা। এই বিজেপি আপনাদের ভোটে ২০২১ নির্বাচিত হওয়ার পর গরিব মানুষের, শ্রমিকের, খেটে খাওয়া মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। যারা ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে তাদের কুড়ি তারিখ উচিত শিক্ষা দিন। বিজেপি যখন আপনাদের কাছে ভোট চাইতে যাবে তখন বিজেপিকে জিজ্ঞাসা করবেন, ১০০ দিনের কাজের টাকা কোথায়। মানুষের টাকা মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হোক। আরামবাগের মাটিতে বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেবে মা-বোনেরা। মোদি সরকারকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২০১৪ সালে রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৪০০ টাকা এখন সেই রান্নার গ্যাসের দাম হাজার টাকা। পাশাপাশি সন্দেশখালি নিয়ে বলেন, কিভাবে বাংলার মান সম্মান ছোট করেছে বিজেপি। বিজেপির নেতা বলছে, সন্দেশখালিতে কোনও ধর্ষণ হয়নি মহিলাদের, ২০০০ টাকা দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করিয়েছে, তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর হাতে যদি রিমোট কন্ট্রোল থাকে আগামী দিনে আপনাদের হাতে ইভিএমের বোতাম কন্ট্রোল থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা সুরক্ষিত নয় : মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজভবন থেকে রাজপথের কোথাও পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা সুরক্ষিত নয় বলে আরামবাগে এসে মন্তব্য করলেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনের আগেই আরামবাগ লোকসভায় জাতীয় কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী বিপ্লব মৈত্রর সমর্থনে একটি বিশাল পদযাত্রা করে গেলেন ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বুধবার আরামবাগের কালীপুর মোড় থেকে এই পদযাত্রাটি শুরু হয় এবং গোটা শহর পরিক্রমা করে। তবে অনেকদিন পর লাল ঝান্ডার মিছিলটি ছিল চোখে পড়ার মতো। হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে এদিন পদযাত্রটি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদিনের এই পদযাত্রায় প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় কংগ্রেস নেতা নাজির হোসেন চৌধুরি, সিপিআইএম এর প্রাক্তন সাংসদ শক্তি মোহন মালিক,

দেবব্রত ঘোষ, হুগলি জেলার সিপিআইএমের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজভবন থেকে রাজপথের কোথাও পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা সুরক্ষিত নয়। চুরি করলে সেটা সাজানো ঘটনা, সন্দেশখালিতে গাদা গাদা অস্ত্র বের হল এটাও সাজানো ঘটনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা লুট করল এটাও সাজানো ঘটনা। ধানি জমিগুলোকে জলকর বানিয়ে দিল এটাও সাজানো ঘটনা, সন্দেশখালিতে মা বোনেরা দাঁড়িয়ে শ্লীলতাহানি এবং সম্মানহানির অভিযোগ করেছেন সেটাও সাজানো ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে সাজানো ঘটনার ডায়লগ পুরনো হয়ে গেছে। সিপিআইএম আরামবাগে আবার তার জায়গা ফিরে পাবে। তিনি আরো বলেন, লোকসভাতে দাঁড়িয়ে আছি জিতবো বলে। যারা যতই লাফালাফি করুক, এই লাফালাফি শেষ হবে। বিপ্লব কথার মানে জানেন, বিপ্লব কথার মানে হল পুরোপুরি পাল্টে দেওয়া, পরিবর্তন ঘটিয়ে দেওয়া। বিজেপি সহ তৃণমূলকে হারাতে হবে। সবমিলিয়ে এদিনের মিছিলে সিপিএম কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতর সমর্থনে বুধবার পুরুলিয়ার কাশীপুরে রোড শো ও পথসভা করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব।

পুরুলিয়ার সাঁতুড়ির হাঁসডিমার সভায় মমতার সরকারকে এতহাত নিলেন নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মমতার সরকার দুর্নীতি, তোলাবাজি সরকার। কয়লা, বালি, গোরু পাচারকারী সরকার। মহিলাদের ওপর অত্যাচার করা সরকার। আর আমরা মোদিজির নেতৃত্বে মজবুত সরকার চালাই। মোদিজি জাতপাতের নামে, ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ করেছেন। তোষণের রাজনীতি বন্ধ করেছেন। মোদিজির নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে গিয়েছে। বুধবার বিকেলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত সাঁতুড়ি ব্লকের হাঁসডিমাতে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা তার বক্তব্যে এমনি বললেন।

সাঁতুড়ির হাঁসডিমাতে বিজেপির সংকল্প সভায় জেপি নাড্ডা বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার ও পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জ্যোর্তিময় সিং মাহাতোকে জেতানোর আবেদন জানিয়ে বলেন, সুভাষ সরকার ও জ্যোর্তিময় মাহাতোকে জেতান। মোদিজিকে তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলে আপনাদের বিদ্যুতের খরচ শূন্য হয়ে যাবে।

আগামীদিনে বাঁকুড়ার রেলওয়ে স্টেশন বিমানবন্দরের সুবিধাকেও টেক্কা দেবে। বড়জোড়ায় ৪৩২ কোটি টাকার প্লাস্টিক পার্ক তৈরি হচ্ছে। আরো একাধিক শিল্প স্থাপন করা হবে।

এক দিকে মোদিজি দেশের বিকাশের জন্য সবরকমভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর এদিকে মমতা দিদি দেশকে মুশকিলে ফেলার চেষ্টা করছেন। দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, মমতা সরকারের আমলে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়। মমতার আমলে সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটেছে। সন্দেশখালির ঘটনায় মুখ্য অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ সবের জবাব দিতে সুভাষ, জ্যোর্তিময়কে দিল্লি পাঠাতে হবে। মোদির শাসনে এই সব ঘটনা হবে না, গ্যারান্টি দিচ্ছি।

১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন মমতা দিদি। গরিবকে তার প্রাপ্য সুবিধা পাওয়ার মাঝে দিদি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা মোদির সরকার আনুন, আমরা আপনাদের আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা দেব।

মোদিজি ফের ক্ষমতায় এলে তিন বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হবে। এদিন সাঁতুড়ির হাঁসডিমার সভায় উপচে পড়েছিল দলের কর্মী সমর্থকদের ভিড়।

বাবার দেহ সৎকার করে ভোট দিল প্রামাণিক পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ২০১৯ সালে ছেলের মৃতদেহ মর্গে রেখে বহরমপুরে বুথে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে অধীর চৌধুরীকে ভোট দিয়েছিলেন রেণুকা মাড্ডি। বেলডাঙা থানার পুলিন্দার একটি ঘটনা সেই স্মৃতি উসকে দিল। সকালে বাবার মরদেহ সৎকার করে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন মৃতের পরিবারের ২৩ জন সদস্য। কংগ্রেস সমর্থক পরিবারের সঙ্গে বুধবার দেখা করতে এলেন অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরী বলেন, এই ঘটনা আমাকে ব্যথিত করেছে। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িতে দেখা করতে এসেছিলাম ।

সহানুভূতি জানিয়ে গেলাম। মৃতের ছেলে উত্তম প্রামাণিক বলেন, বাবা বরাবর কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন। উনি বলতেন যেকোন পরিস্থিতিতে ভোট যেন নষ্ট না হয়। তাই পরিবারের সকলে ভোট দিয়েছি।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিন বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন বহরমপুরের চালতিয়া এলাকার বাসিন্দা রেণুকা মাড্ডির বড় ছেলে। ছেলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রেখে চালতিয়া শ্রীগুতু পাঠশালার বুথে ভোট দিয়েছিলেন রেণুকা মাড্ডি পরদিন খবর পেয়ে রেণুকাদেবীর বাড়িতে ছুটে আসেন অধীর চৌধুরী। সমবেদনা জানাতে গিয়ে ভাই বোনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারপর থেকে প্রতিবছর রেনুকা মাড্ডির বাড়িতে ভাইফোঁটা নিতে এসেছেন অধীর চৌধুরী। সেদিনের স্মৃতি উস্কে দিল ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বেলডাঙা-১ ব্লকের পুলিন্দার ঘটনা।

ভোটের আগের রাতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় কৃষ্ণচন্দ্র প্রামাণিকের (৭০)। কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর পাঁচ ছেলে এক মেয়ে। যৌথ পরিবারে মোট ভোটারের সংখ্যা ২৩ জন। জ্ঞাতি-গুষ্টি মিলিয়ে ভোটারের সংখ্যা ৭০ জন। পরদিন সকালে শ্মশানে দাহ করে ফিরে এসে পরিবারের সকলে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন। এই খবর শুনেই বুধবার পুলিন্দার গ্রামে শকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। হবিস্যির জন্য আতপ, সবজি, ফল মিষ্টি পরিবারের হাতে তুলে দেন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন শোকার্ত পরিবার। কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর বড় ছেলে তথা বাবার অগ্নিকর্তা উত্তম প্রামাণিক বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সমর্থক। বাবাও কংগ্রেস করতেন। ভাবলাম ভোট নষ্ট হবে। তাই সবাইকে বললাম চল ভোট দিয়ে আসি।

অনুমতি ছাড়াই ভিনরাজ্যের বিজেপি নেতাদের নিয়ে সন্দেশখালি স্কুলে বৈঠক, অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: স্কুলের অনুমতি ছাড়াই আসাম ও গোহাটির দুই বিজেপি নেতা সহ একাধিক নেতাদের নিয়ে গোপন কর্মী বৈঠক করায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক অপূর্ব মণ্ডল অভিযোগ দায়ের করলেন থানায়। পাশাপাশি স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ওই জিনিসপত্র চুরি হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়ে সন্দেশখালিকে নতুন করে উত্তপ্ত করার চক্রান্ত চলছে বলে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলে দাবি করেছেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাট থানার হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুঁচুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অভিযোগ, গত ১৩ মে সোমবার বিকেলে ওই স্কুলে গোপন কর্মসূচি অনুমতি ছাড়াই হয়। ভিন্ন রাজ্যের দুই বিজেপি নেতা সহ একাধিক নেতাদের নিয়ে অনুমতি ছাড়াই বৈঠক করা হয়। বিধি আইন অমান্য করে স্কুলের অনুমতি না নিয়ে বৈঠক করেন এই নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রধান শিক্ষক অপূর্ব মণ্ডল ন্যাজাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জোরপূর্বক স্কুলের মধ্যে বৈঠক করেছেন যা সম্পূর্ণ বেআইনি। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি তাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি নিলয় সরকারের অভিযোগ, ভীন রাজ্যের দুই বিজেপি নেতা সহ বিজেপি নেতৃত্ব সেখানে গোপন বৈঠক করে সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। সেখানে অশান্তির সৃষ্টি করতে চাইছে। ভাইরাল ভিডিওতে গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছিল অস্ত্র বিলি কারবার। আমাদের অনুমান ওই দিনের বৈঠকে সেই বিষয়েই আলোচনা বা অস্ত্র বিলি হয়ে থাকতে পারে। সন্দেশখালি চক্রান্ত করে উত্তপ্ত করতে চাইছে বিজেপি। আমরা সন্দেশখালি মানুষেরা শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে চাই ও ভোট দিতে চাই। বিজেপি বারবার চক্রান্ত করে সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত রাখতে চাইছে রাজনৈতিক ফায়দার জন্য।

কর্মীদের আবদার মেটাতে সিনেমার ডায়লগ বললেন মহাগুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পান্ডুয়ায় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেখানেই নিজের সতীর্থও একসময়ের সহকারী অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মহাগুরু। পান্ডুয়ায় সভার মাঝে মহাগুরু নিজের সিনেমার কিছু ডায়লগ বলেন কর্মী সমর্থকদের আবদার মেটানোর জন্য। তবে সরাসরি সিনেমার ডায়লগ নয়। মিঠুন চক্রবর্তীর নিজের সিনেমার ডায়লগ তবে তা একটু ঘুরিয়ে নতুন রকম ভাবে। মিঠুন বলেন, সিনেমার ডায়লগ থেকে নাকি হিংসা হচ্ছে। যাই হোক ডায়লগ তো আমি বলবই তবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলব। মিঠুন এরপর শুরু করেন ডায়লগ, আমি জলঢোঁড়াও নই বেলে বোড়াও নই। আমি এইরকম একটা সাপ যে গর্ত থেকে ছোট ছোট ইঁদুর বার করে নিয়ে আসে। দর্শকরা আবদার করে 'দাদা মারব এখানে'-টা হোক। মিঠুন সেই ডায়লগ ঘুরিয়ে বলেন, চিমটি কাটব এখানে, আর লাল পিঁপড়ের জ্বলন জ্বলবে এখানে। আমি তুফান বছরে এক আধ বার আসি, তবে এবার প্রত্যেকবার আসব আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি খবর পড়ি না খবর দেখি না আমি শুধু খবর তৈরি করি।' মিঠুন যখন সভায় উপস্থিত হন তাকে মোবাইল ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে স্বাগত জানানো হয়। নিজের একসময়ের সহকর্মী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, লকেট ও মিঠুন তারা একসঙ্গে অনেক সিনেমা করেছেন। নিজের কাজে অত্যন্ত সুপটু লকেট চট্টোপাধ্যায়। একসঙ্গে যেমন তাঁরা সিনেমা করেছেন,

সেই মতো সিনেমার বাইরেও তারা একসঙ্গে অনেক কাজ করেছেন, এখনও করছেন। এমপি হয়ে দিল্লির লোকসভায় লকেটকে যখন পাঠানো হয়েছিল সেখানেও নিজের কাজ পরিপাটিভাবে গুছিয়ে করেছেন। তাই এই লোকসভা নির্বাচনে আবারও লকেটকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানিয়েছেন মহাগুরু। রাজনৈতিক বক্তব্যের পাশাপাশি তার বাংলা সিনেমার ডায়লগ ও একাধিক জনপ্রিয় গান গেয়ে শোনান মহাগুরু। তবে তার গোটা বক্তব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার আরেক সহকর্মী ও তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কোথাও উল্লেখ করেননি মিঠুন চক্রবর্তী। বরং নাম না উল্লেখ করেই একাধিকবার আক্রমণ নিয়ে আসেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপির কর্মকর্তা মহাগুরু ওরফে মিঠুন চক্রবর্তী।

ডাকাত দলের তিন পান্ডা পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: লোকসভা নির্বাচন আবহে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার তিন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার তীরমোহিনী এলাকা থেকে কুখ্যাত তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সেভেন এমএম পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, দুটি ধারালো ভোজালি, একটি ধারালো কুড়ুল সহ দুটি মোবাইল ফোন। এদের বাড়ি বসিরহাটের বিভিন্ন জায়গায়। ধৃতরা হলো নুর আলম বিশ্বাস, বাড়ি সংগ্রামপুর এলাকায়, হাসান গাজী, বসিরহাট থানার নাওড়া দিঘিরধার এলাকার বাসিন্দা, ওমান ওসমান গাজী, তার বাড়ি বসিরহাট থানার ত্রিমোহিনী এলাকায়। এদেরকে বুধবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। এদেরকে জেরা করে এই ডাকাত দলের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত আছে তাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

মাদকের টাকা জোগাড় করতে গ্যাস সিলিন্ডার চুরি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার ঘুম থেকে উঠেই পকেটে হাত দিয়ে দেখে ব্রাউন সুগারের পুরিয়া তার পকেটে নেই, নেই পকেটে পয়সা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আসানসোল উত্তর বিধানসভার রেল পাড়ের একে রোডের বাসিন্দা মহম্মদ শাহজাহান সোজা চলে আসেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত নতুনডি গ্রামে। আর এই গ্রামের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ চাষ জমি এলাকায় অস্থায়ী ঝুপড়ি তৈরি করে চাষবাস করেন বিহার থেকে আসা বেশ কয়েকটি কৃষক পরিবার। এই এলাকার চাষি দেবেন সিং ব্যস্ত ছিলেন মাঠে চাষযোগ্য জমি তৈরির কাজে, বাড়িতে ছিলেন পরিবারের সদস্য ছল্লা দেবী। তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে শাহজাহান গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে দৌড়াতে থাকে। ঘটনার কথা জানাজানি হতে এলাকা স্থানীয় বাসিন্দারা ওই পলাতক যুবককে ঘিরে ধরে উদ্ধার করে গ্যাস সিলিন্ডার। গণপ্রহারে শিকার হয় ধৃত ওই যুবক। পরে হিরাপুর থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে আটক করে হিরাপুর থানায় নিয়ে যায়।

স্নান করতে নেমে ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল দুই তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেল দুই তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা থানার অন্তর্গত নন্দগ্রাম এলাকায় একটি ইটভাটা সংলগ্ন ভাগিরতি নদীর ঘাটে। বুধবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। নিখোঁজ ওই দুই তরুণীর নাম প্রতিমা কুমারী মাঝি, ও অপরজন মালতি কুমারী মাঝি। দু'জনেরই বাড়ি বিহার রাজ্যে। স্থানীয় এলাকায় একটি ইট ভাটাতে কাজ করার জন্য এসেছিলেন ওই তরুণীরা এবং তার পরিবারের লোকজনেরা। বুধবার দুপুরে তারা কাপড় কাচা এবং স্নান করার জন্য বেশ কয়েকজন ভাগীরথীর জলে নামেন বলে জানা গিয়েছে। হঠাৎ দু'জন কিশোরী জলে তলিয়ে যায়। অন্যান্যদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় কালনা থানায়। খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

ঘটনাস্থলে আসে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটি দল। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর ডুবুরিরা নিখোঁজ ওই দুই তরুণীর খোঁজে জলে নেমে তল্লাশি চালায়। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজ হওয়া তরুণীদের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় বন্ধ রাখা হয় উদ্ধার কাজ।

চারধাম যাত্রা শুরু হতেই বিপত্তি, ৫ দিনে মৃত্যু ১১ জনের!

২ দিনের জন্য বন্ধ রেজিস্ট্রেশন

দেরাদুন, ১৫ মে: চারধাম যাত্রায় ব্যাপক ভিড়ের ছবি আগেই দেখেছে দেশ। ব্যাপক ভিড়ের জেরে বিপদের আশঙ্কা ছিলই, এবার প্রকাশ্যে এল গত ৫ দিনে চারধাম যাত্রায় গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। পাশাপাশি আরও বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী পৌঁছেছেন উত্তরাখণ্ডে। পরিস্থিতি খারাপ দিকে যাচ্ছে আঁচ করে ভিড়ের চাপ ঠেকাতে আগামী ২ দিনের জন্য ৪ ধাম যাত্রার রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করল সরকার।

চারধাম যাত্রার উদ্দেশে অফলাইন রেজিস্ট্রেশন চলছে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার ও হৃষিকেশে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ ও ১৬ মে এই অফলাইন রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রাখা হবে। স্পষ্টভাবে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ভিড় সামাল দিতেই এই পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। এদিকে রিপোর্ট বলছে, গত ১৫ এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষ ৪ ধাম যাত্রার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫৯ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী পৌঁছেছেন যমুনোত্রী, কেদারনাথ গিয়েছেন প্রায় দেড় লাখ পুণ্যার্থী। বদ্রীনাথে গিয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার। এছাড়া গঙ্গোত্রী যাত্রা করেছেন প্রায় ৫২ হাজার মানুষ।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই

তীর্থ যাত্রায় গিয়ে গত ৫ দিনে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার বেশিরভাগই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন। সংশ্লিষ্ট ফোন নম্বরগুলি হল- ৯৮৭০৯৬৩৭৩১, ০১৩৬৪-২৯৭৮৭৮, ০১৩৬৪-২৯৭৮৭৯।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল ৪ ধামের অন্যতম ধাম যমুনোত্রীর দরজা। এর পর শনিবার একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায় যেখানে দেখা যায় হাজার হাজার মানুষ আটকে রয়েছেন সরু পাহাড়ি রাস্তায়। ব্যাপক ভিড়ের সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় শোরগোল। প্রশ্ন ওঠে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে। পুণ্যার্থীদের তরফেও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল ভিড় নিয়ন্ত্রকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

৪০০ আসন জিতলেই জ্ঞানবাপী ও মথুরায় মন্দির বানানোর প্রতিশ্রুতি হিমন্তের

নয়াদিল্লি, ১৫ মে: লোকসভা ভোটের প্রচারে অযোধ্যার বাবরি মসজিদের পর এ বার বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মার নিশানায় মথুরার শাহি ইদগাহ। দিল্লিতে ভোটের প্রচারে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বুধবার বলেন, 'গত বার লোকসভা ভোটে আমরা ৩০০ আসন জিতে অযোধ্যায় রামমন্দির বানিয়েছি। এ বার ৪০০ আসনে জিতে বারাণসীর জ্ঞানবাপী এবং মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমিতে মন্দির বানাব।'

ঘটনাচক্রে অযোধ্যার মতোই বারণসীর জ্ঞানবাপী এবং মথুয়ার শাহি ইদগাহের জমি বিতর্ক এখন আদালতের দরজায় গিয়েছে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, দু'টি স্থানেই হিন্দুদের মন্দির ভেঙে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৬৬৯ সালের ২ নভেম্বর মন্দির ভেঙে ঔরঙ্গজেব জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণের ফরমান দিয়েছিলেন বলে আদালতে দাবি করেছে হিন্দুপক্ষ। সেই ফরমান সংক্রান্ত শিলালিপির সন্ধান ভারতীয় পুরতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সমীক্ষায় মিলেছে বলেও তাদের দাবি।

সম্প্রতি, বারাণসী জেলা আদালত হিন্দুপক্ষকে জ্ঞানবাপীর ব্যাস কি তহখানায় পূজার্চনার অনুমতি দিয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রেখেছে। অন্যদিকে, মথুরার প্রাচীন কাটরা স্তূপ (যা কাটরা কেশবদাস নামে পরিচিত) এলাকায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান কমপ্লেক্সের পাশেই রয়েছে শাহি ইদগাহ মসজিদ। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, ইদগাহের ওই জমিতে কৃষ্ণের জন্মস্থানে ছিল প্রাচীন কেশবদাস মন্দির। কাশীর 'আসল বিশ্বনাথ মন্দিরের' মতোই মথুরার মন্দিরটিও ধ্বংস করেছিলেন ঔরঙ্গজেব।

অভিযোগ, তাঁর নির্দেশে ১৬৬৯ থেকে ১৬৭০ সালের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল মসজিদটি, কাটরা কেশবদাস মন্দিরের ১৩.৩৭ একর জমিতে। সেই জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদও এখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারাধীন। লোকসভা ভোটপর্ব চলাকালীন হিমন্ত সেই প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে কৌশলে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ উস্কে দিতে চাইছেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের।

প্রসঙ্গত, গত ১০ মে ওড়িশার মালকানগিরিতে বিজেপির প্রচারে গিয়ে হিমন্ত বলেন, 'মানুষ প্রশ্ন তুলছে, আমরা কেন ৪০০টি লোকসভা আসনে জিততে চাইছি? আপনাদের উচিত ৪০০ লোকসভা আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করা। কারণ, কংগ্রেস অযোধ্যার রাম জন্মভূমিতে বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। তারা যাতে সফল না হতে পারে, সে জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি মানুষের কাছে ৪০০টি আসনে জেতানোর আবেদন জানিয়েছেন।' সে সময়ও তাঁর বিরুদ্ধে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল।

COSMIC CRF LIMITED

CIN:L27100WB2021PLC250447

Registered Office:19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata - 700029

email :cs@cosmiccrf.com, Phone :- +91 33796 47499 website: www.cosmiccrf.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Half Year Ended			Year Ended	
		31.03.2024 (Audited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	13,014.15	12,349.77	10890.73	25,363.92	12149.31
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax ,Exceptional and/ or Extra ordinary items)	797.10	773.30	787.49	1570.4	867.97
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	797.10	773.30	787.49	1570.4	867.97
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (Exceptional and/or Extra ordinary items)	596.03	679.46	560.71	1275.49	641.19
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)					
6	Equity Share Capital	127.60	692.20	510.00	819.8	510.00
7	Earning Per Share (Basic) Earning Per Share (Diluted)	8.07 8.07	11.28 11.28	11.67 11.67	19.35 19.35	13.50 13.50

Notes on Standalone Financials Results:

1. The above results which are published in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on May 15, 2024. The Financial results have been prepared in accordance with the Accounting Standards (""AS"") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules 2014 by the Ministry of Corporate Affairs and ammendments thereof.
2. As per Ministry of Corporate Affairs Notification dated February 16, 2015, Companies whose securities are Listed on SME Exchange as referred to in Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are exempted from the compulsory requirement of adoption of Ind AS.
3. The Company operates in one segment hence no separate segment reporting is required.
4. During the year the company has issued 18,22,000 nos of Equity Shares with face value of Rs. 10/- each with premium of Rs.304/- through IPO on 26th June 2023 and issued 12,76, 000 nos of Equity Shares of same face value on 4th March 2024 on Preferential basis with premium of Rs.656/- per shares.
5. Earning per share have been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the year ended 31st March 2024
6. Pursuant to an order by Hon'ble High Court at Calcutta (Division Bench) dated 30th August,2023 has appointed an Ex Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator to adjudicate the issues and differences between the parties pertaining to the Business Transfer Agreement dated January 19, 2022 involving the Contingent Liability amounting to Rs.1034.33 Lakhs. The instant matter is pending for adjudication and financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
7. The Company has revalued the Property, Plant & Equipment based on valuation report dated 14th June, 2023 issued by the Registered Valuer and adopted its value resulting in Revaluation Reserve of Rs. 4473.96 Lakhs and corresponding increase in Property, Plant & Equipment. In view of the same increamental depreciation of Rs.200.19 Lakhs has been adjusted against Revaluation Reserve and transfer to Retained Earning.
8. During the current period the company has successfully won a bid through CIRP under price challenge mechanism on 11th October, 2023 for acquisition of M/s N S Engineering Projects Pvt Ltd (NSEPPL) with Shed /Structure , Building and Plant & Machinery etc situated at Domjur, District- Howrah,WB having similar line of activities. The final Resolution Plan submitted by the company has been successfully approved by the Hon'ble NCLT, Kolkata vide order dated 12th March 2024 . The Company is anticipating the production capacity of the company will increase substantially on completion of the acquistion. Company has so far invested Rs.370.00 Lakhs (out of Rs.500.00 lakhs) as part payment of terms of the said approved Resolution Plan within 30 days of date of order.

For and on behalf of the Board of directors
Cosmic CRF Limited
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN:06613927

Place : Kolkata
Date : 15th May, 2024

লন্ডনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃদ্ধাকে খুন, আটক অভিযুক্ত

লন্ডন, ১৫ মে: লন্ডনের বাসস্টপে আততায়ীর ছুরির আঘাতে প্রাণ হারালেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক বৃদ্ধা। অভিযুক্তর বয়স ২২। তাকে আটক করা হয়েছে। নিহত মহিলার নাম অনীতা মুখে। বয়স ৬৬ বছর। তিনি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে একজন মেডিক্যাল সেক্রেটারির পদে ছিলেন। গত সপ্তাহে লন্ডনের এডগার অঞ্চলের একটি বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলেন অনীতা। হঠাৎই তাঁর উপরে চড়াও হয় অভিযুক্ত তরুণ। ছুরির উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকে বুক ও গলায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় পুলিশে। দ্রুত এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স আসে ঘটনাস্থলে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও বাঁচানো যায়নি অনীতাকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃত্যুর কারণ হিসেবে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তক্ষরণের কথা বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, হামলার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। চারপাশের মানুষকে দেখা যায় আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করতে। এভাবে দিনের বেলায় খাস লন্ডনে এমন হামলায় হতবাক হয়ে যান সকলে।

কানপুরেও ১০টি স্কুলে বোমাতঙ্ক

কানপুর, ১৫ মে: দিল্লি, আমদাবাদ, জয়পুর, বেঙ্গালুরুর পর এ বার কানপুর। বুধবার উত্তরপ্রদেশের কানপুরের ১০টি স্কুল হুমকি ইমেল পেয়েছে বলে খবর। সব ক'টি ইমেলের বয়ান প্রায় একই। স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, এমন ইমেলই পেয়েছে কানপুরের স্কুলগুলি। হুমকি ইমেলকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্কুলে। পড়ুয়াদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

বিগত কিছু দিনে দেশের বিভিন্ন স্কুলে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। কখনও ইমেল বা কখনও আবার উড়ো ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বুধবার কানপুরের একাধিক স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে হুমকি ইমেল গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ এবং বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তবে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি বলেই খবর।

কানপুরের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (আইনশৃঙ্খলা) হরিশ চন্দর জানান, সাইবার সেল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন স্কুলে বোমা হুমকি দেওয়া হয়েছে, এমন তথ্য পেয়েছে কানপুর পুলিশ। আমরা স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছি।' সাম্প্রতিক সময়ে দেশের

বিভিন্ন স্কুল, হাসপাতাল এবং তিহার জেলে বোমা মারার হুমকি ইমেলকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সেই সব ইমেলের সঙ্গে কানপুরের ঘটনার কোনও মিল রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে পুলিশের অনুমান, হুমকি মেলের সঙ্গে রাশিয়ার যোগ থাকতে পারে। তবে নিশ্চিত ভাবে এখনই পুলিশ কিছু জানাচ্ছে না।

গত ১ মে দিল্লি এবং এনসিআরের প্রায় ১০০টি স্কুলে হুমকি ইমেল পাঠানো হয়েছিল। তাঁর ঠিক পাঁচ দিন পর গুজরাতের আমদাবাদের সাতটি স্কুলে ঠিক একই রকম হুমকি মেল পাঠানো হয়। এ ছাড়াও গত ১২ মে দিল্লি বিমানবন্দরে একটি অচেনা ঠিকানা থেকে হুমকি ইমেল আসে। সেই মেলে বলা হয়, বিমানবন্দরে বোমা রাখা আছে। ওই দিনই রাজধানীর দু'টি সরকারি হাসপাতালেও হুমকি মেল পাঠানো হয়েছিল। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিহার জেলেও বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার কানপুরের স্কুলগুলি হুমকি ইমেল পেল।

লন্ডনে ডি-ডে ল্যান্ডিং ৮০ তম বার্ষিকী ইভেন্টের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। স্মৃতির মশাল তুলে দিলেন ডি-জে যুদ্ধের প্রবীণ ৯৯ বছরের পিটার কেন্টের হাতে। এই মশালটি ব্রিটেনের নানা শহর ঘুরবে।

ভারত কোনওভাবেই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না, হামাসকে জানাল নয়াদিল্লি

গাজা, ১৫ ম: গত ৭ মাসেরও বেশি সময় ধরে ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় কার্যত ধুলোয় মিশে গিয়েছে গাজা। মৃত্যু হয়েছে কয়েক হাজার মানুষের। যার বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। নৃশংস এই রক্তের হোলি খেলা বন্ধের আবেদন জানানোর পাশাপাশি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে গাজাকেও বার্তা দেওয়া হল পণবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার। একই সঙ্গে নাম না করে হামাসের উদ্দেশে ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, 'ভারত কোনওভাবেই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না।' ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন সংকটে বরাবরই দ্বীরাষ্ট্র নীতি নিয়ে চলেছে ভারত। যার ফলে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদে প্যালেস্টাইনের পক্ষেই ভোট দিয়েছে দেশ। এবার সেই নীতি বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের রাষ্ট্রদূত রুচিরা কম্বোজ বলেন, 'যে কোনও সমস্যাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য। ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের উচিত আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে সমস্যার সমাধান করা। ইজরায়েল দেশের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাস করুক প্যালেস্টাইনের মানুষ।' পাশাপাশি জানানো হয়েছে, 'নিষ্ঠুর এই যুদ্ধের জেরে বিশ্ব মানবিকতা সংকটের মুখে। অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছেন, চরম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন গাজার মহিলা ও শিশুরা। যুদ্ধের জেরে সেখানে চরম অমানবিক পরিস্থিতির কথা অস্বীকার করা যায় না।' সমস্যা সমাধানে দুই রাষ্ট্রের মধ্যস্ততা করতে ভারত প্রস্তুত বলেও জানানো হয়েছে।

একইসঙ্গে হামাসকে বার্তা দিয়ে ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, 'হামাসের তরফে ৭ অক্টোবর যে হামলা চালানো হয়েছিল, ভারত তার তীব্র নিন্দা করে। সন্ত্রাসবাদ কোনওভাবেই সঠিক পথ নয়। ভারত সর্বদা সন্ত্রাসবাদের

বিরোধিতা করে এসেছে।' এর পরই সন্ত্রাসকে অস্ত্র করে সাধারণ মানুষকে বন্দি করে রাখা হামাসকে বার্তা দিয়ে রুচিরা বলেন, 'অবিলম্বে হামাস যেন সমস্ত পণবন্দিকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আন্তর্জাতিক আইন যেন তারা পালন করে।'

উল্লেখ্য, বছর খানেক ধরে যুযুধান ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের মধ্যে কোনও একটি পক্ষকে বেছে নেওয়া ভারতের কূটনীতির পক্ষে কঠিন। কারণ, দু'দেশই বন্ধুসম। ফলে মানবিকভাবে প্যালেস্টাইনের পাশে থাকলেও এনিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মতো মঞ্চে নয়াদিল্লির প্রতিনিধিরা নিশ্চুপ থাকতেন। তবে গত কয়েকদিন ধরে নিরাপত্তা পরিষদে প্যালেস্টাইনের স্থায়ী সদস্যপদের সমর্থনে মুখ খুলেছিল ভারত। এমনকী অতীতের দ্বীরাষ্ট্র নীতি মেনেই প্যালেস্টাইনের পক্ষে ভোটও দেয় ভারত। সেই নীতি অব্যাহত রেখেই এবার যুদ্ধ থামানোর বার্তা দেওয়ার সঙ্গেই হামাসের বিরুদ্ধে সরব হল ভারত।

খনির লিফটে ছিঁড়ে ২ হাজার ফুট নীচে পড়ল, উদ্ধার আটক ১৪

জয়পুর, ১৫ মে: গভীর রাতে খনিতে লিফট ছিঁড়ে বিপত্তি! খনির ভিতরেই আটকে পড়েছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিরক-সহ ১৪ জন। তবে সারা রাতের দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকেই উদ্ধার করেন উদ্ধারকারীরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার কোলিহান খনিতে ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানেই ১৪ জনের সঙ্গে আটকে পড়েছিলেন এক ভিজিল্যান্স কর্তাও।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে একটি ভিজিল্যান্স দল ওই খনির কাজ দেখাশোনার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে খনির অন্য আধিকারিকেরাও ছিলেন। লিফটে করে খনির ভিতরে যাওয়ার সময় আচমকাই লিফটি ভেঙে যায়। খনির ভিতরে আনুমানিক প্রায় দু'হাজার ফুট নীচে গিয়ে পড়ে সেটি। আটকে পড়েন মুখ্য ভিজিল্যান্স আধিকারিক উপেন্দ্র পাণ্ডে, খেত্রী কপার খনির কর্তা জিডি গুপ্ত এবং কোলিহান খনির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এ কে শর্মা। ভিজিল্যান্স টিমের সঙ্গে এক চিত্র সাংবাদিকও ভিতরে আটকে পড়েন। এর পরেই শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

উল্লেখ্য, আটকদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে চিকিৎসক এবং নার্সদের আট সদস্যের একটি দলকে অন্য একটি পথে খনির ভিতরে পাঠানো হয়েছিল। খনির বাইরে আসার পর চিকিৎসকেরা জানান, খনির ভিতরে আটক সকলেই আপাতত নিরাপদে রয়েছেন। তবে যে কোনও জরুরি অবস্থার জন্য খনির বাইরে ন'টি অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। এর পর সারা রাত অভিযান চালিয়ে বুধবার সকালে খনির ভিতরে গিয়ে আটকে থাকা সকলকেই উদ্ধার করা হয়। এই অভিযানের কৃতিত্ব উদ্ধারকারীদেরই দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক ধর্মপাল গুর্জর। যাঁরা খনির ভিতরে আটকে ছিলেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৫২

জাকার্তা, ১৫ মে: ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫২। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ৫২ টি মৃতদেহ। জারি রয়েছে উদ্ধারকার্য, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে অনুমান। শনিবার রাত থেকে ভারি বর্ষণ, ভূমিধস এবং মাউন্ট মেরাপি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা ঠান্ডা লাভা সুমাত্রা দ্বীপের চারটি জেলায় ব্যাপক ক্ষতি করেছে। এ প্রসঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের মুখপাত্র আব্দুল মুহারি বলেন, বন্যায় সুমাত্রা দ্বীপের এই চারটি জেলার বহু বাসিন্দা ভেসে গেছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ অন্তত ২০ জন। জলে তলিয়ে গেছে বেশ কিছু বাড়ি। অস্থায়ী সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন তিন হাজারের বেশি মানুষ।

ইতিমধ্যে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া বিভাগ। অনুমান এই বৃষ্টি চলতে পারে আরও এক সপ্তাহব্যাপী। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার ভূতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এর আগেও মাউন্ট মেরাপিতে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে ।

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড

CIN NO: L74140WB1990PLC050229

রেজিস্টার্ড অফিস: ৫বি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর হাইট, কলকাতা-৭০০০২৭

ফোন নং: ০৩৩-২৪৪৮৬০৬০, **ইমেল:** info@emkayconsultants.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৪৬৯,৩২৪.৮১	১,১৭১,৯০৯.০০	১,১৩৪,৩৬৪.৭০	৫,০৮৪,৬৮০.০৭	২,১১৭,২৯৮.০০
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৭৮,৬৮১.৮৬)	(৮২২,৯৯৫.০০)	(১৭৫,২০৯.৫৭)	(২,০৯২,৫৯০.৩০)	(৫১৭,৬৭৮.০০)
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৭৮,৬৮১.৮৬)	(৮২২,৯৯৫.০০)	(১৭৫,২০৯.৫৭)	(২,০৯২,৫৯০.৩০)	(৫১৭,৬৭৮.০০)
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৭৮,৬৮১.৮৬)	(৮২২,৯৯৫.০০)	(১৭৫,২০৯.৫৭)	(২,০৯২,৫৯০.৩০)	(৫১৩,২৬৪.০০)
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	(৭৮,৬৮১.৮৬)	(৮২২,৯৯৫.০০)	(১৭৫,২০৯.৫৭)	(২,০৯২,৫৯০.৩০)	(৫১৩,২৬৪.০০)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকার)	৩০,০০৪,০০০.০০	৩০,০০৪,০০০.০০	৩০,০০৪,০০০.০০	৩০,০০৪,০০০.০০	৩০,০০৪,০০০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে	(০.০২৬)	(০.২৭৪)	(০.০৫৮)	(০.৬৯৭)	(০.১৭১)
মূল (টা.)	(০.০২৬)	(০.২৭৪)	(০.০৫৮)	(০.৬৯৭)	(০.১৭১)
মিশ্রিত (টা.)	(০.০২৬)	(০.২৭৪)	(০.০৫৮)	(০.৬৯৭)	(০.১৭১)

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনার পর ১৫ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarprojects.com -তেও উপলব্ধ।

৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএনডি এএস) অনুযায়ী ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কালের চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
দীপক কুমার সিং
(চেয়ারম্যান)
DIN: 00506236

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫ মে, ২০২৪

রোহিতের অনুরোধেও মন গলেনি
আর ভারতের কোচ হতে চান না দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের নতুন কোচ খোঁজার প্রক্রিয়া চালু হয়ে গিয়েছে। বোর্ড বিজ্ঞাপন দিয়ে আগ্রহীদের থেকে আবেদন নেওয়াও শুরু করে দিয়েছে। এর মাঝেই একটি নতুন খবর প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে, আবার কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের বর্তমান কোচ নিজের মেয়াদ আর বাড়াতে আগ্রহী নন।

কোচ হিসাবে জুন মাসে শেষ হচ্ছে দ্রাবিড়ের মেয়াদ। ভারতীয় বোর্ড যে চাহিদাগুলি রেখেছে, তা পালন করে দ্রাবিড় আবার কোচের পদে আবেদন করতেই পারেন। কিন্তু তিনি তা করবেন না বলেই জানা গিয়েছে। মন ঠিক করে নিয়েছেন তিনি।

এক ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অনেক দিন আগেই দ্রাবিড় ঠিক করে নিয়েছিলেন আর কোচের পদে আবেদন করবেন না। গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের পর নতুন চুক্তিতে সই করেছিলেন তিনি। তখনই ঠিক করে নিয়েছিলেন এটাই তাঁর শেষ মেয়াদ হতে চলেছে।

ওই প্রতিবেদনে দাবি, দলের কিছু সিনিয়র ক্রিকেটার তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, অন্তত আরও এক বছর টেস্ট দলের কোচ থেকে যাওয়ার জন্য। দ্রাবিড় সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজি হলে হয়তো সাদা বলের জন্য আলাদা কোচ খুঁজতে হত ভারতীয় বোর্ডকে। কিন্তু নতুন যিনি আসবেন, তাঁকে তিন ফরম্যাটেরই দায়িত্ব দেওয়া হবে।

এ দিকে সূত্রের খবর, নিউ জল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে কথা বলছে বোর্ড। তাঁকে দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হিসাবে পেতে চাইছে বিসিসিআই। এখন চেন্নাই সুপার কিংসের কোচ ফ্লেমিং। আইপিএলে ২০০৯ সাল থেকে চেন্নাইয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। সফল ভাবে কোচিং করাচ্ছেন। ট্রফি জিতিয়েছেন দলকে। দ্রাবিড়ের জায়গা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট যোগ্য তিনি। আগামী দিনের দল তৈরি করার জন্য অনেকের মতে ফ্লেমিংয়ের থেকে ভাল কেউ হবেন না। কিন্তু দু'মাসের আইপিএল ছেড়ে ১০ মাস আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে থাকার পথে ফ্লেমিং হাঁটবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেকের। সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে কথা বলেছে বোর্ড। কিন্তু চেন্নাই দল তাঁকে রাখতে চায়। সেই দলের সঙ্গে এখনও ফ্লেমিং কোনও কথা বলেননি ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে।

অন্য দিকে, দ্রাবিড়ের জায়গায় দায়িত্ব নেওয়ার লড়াইয়ে রয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম। এই মুহূর্তে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) প্রধান তিনি। দ্রাবিড় সেই দায়িত্ব ছেড়ে জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার পরেই এনসিএ-র দায়িত্ব দেওয়া হয় লক্ষ্মণকে। এ বার দ্রাবিড় জাতীয় দল থেকে সরে গেলে আসতে পারেন লক্ষ্মণ। দ্রাবিড় কোচ থাকার সময়ও লক্ষ্মণকে কয়েকটি সিরিজে কোচ হিসাবে দেখা গিয়েছিল। দীর্ঘ দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। ভারতীয় এ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দায়িত্ব সামলেছেন লক্ষ্মণ। তিনি ভারতের আগামী প্রজন্মের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। তাই লক্ষ্মণ দায়িত্ব নিতে চাইলে তাঁকেই কোচ করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১৩ ম্যাচে ৯টি জয়, ১৯ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১৩ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১৩ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১৩ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১৩ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১৩ ম্যাচে ৫টি জয়, ১১ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১২ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১৩ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে এবি ও কেপিকে ধুয়ে দিলেন গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ট্রলের শিকার হচ্ছেন, সাবেক ক্রিকেটারদের সমালোচনার শিকার হচ্ছেন, ব্যাটে-বলে সেরাটা নেই, দলও টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে;হার্দিক পান্ডিয়ার সময়টা এমনই যাচ্ছে। এসবই শুরু হয় রোহিত শর্মাকে সরিয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার নাম ঘোষণার পর।

এ সময় খুব বেশি মানুষকে পাশে পাননি পান্ডিয়া। তবে কলকাতার মেন্টর গৌতম গম্ভীর পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীর পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন পান্ডিয়ার সমালোচনা করা এবি ডি ভিলিয়ার্স ও কেভিন পিটারসেনকে পাল্টা আক্রমণ করে।

গম্ভীর সেই প্রসঙ্গ তুলে স্পোর্টসক্রীড়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে আইপিএলে কোনো ট্রফি না জেতা ডি ভিলিয়ার্সের অর্জন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, 'যখন তারা অধিনায়ক ছিল, তাদের পারফরম্যান্স কী ছিল? আমার মনে হয় না কেভিন পিটারসেন ও এবি ডি ভিলিয়ার্স অধিনায়ক হিসেবে ক্যারিয়ারে কোনো কিছু করতে পেরেছে। যদি রেকর্ড দেখেন, মনে হয় তারা সবার চেয়ে খারাপ। আমার মনে হয় না এবি ডি ভিলিয়ার্স নিজের কিছু রান করা ছাড়া আইপিএলে কিছু অর্জন করেছে। দলের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সে কিছুই অর্জন করেনি।'

তিনি যোগ করে বলেন, 'হার্দিক পান্ডিয়া এখনো আইপিএলজয়ী অধিনায়ক। আপনার শুধু কমলার সঙ্গে কমলার তুলনাই করা উচিত। আপেলের সঙ্গে কমলার নয়।'

এই ভিডিও এক্সে শেয়ার করে পিটারসেন লিখেছেন, 'সে ভুল বলেনি। আমি খুবই বাজে অধিনায়ক ছিলাম।' পিটারসেন অবশ্য বেশি দিন নেতৃত্ব দেননি। ৩টি টেস্টে ও ১২টি ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। সেই তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স। তাঁর অধীনে প্রোটিয়ারা খেলেছে ১০৩ ম্যাচ। টি-টোয়েন্টি ১৮ ম্যাচ ও ৩টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবি।

ডি ভিলিয়ার্স নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পান্ডিয়াকে 'সহজাত অধিনায়ক নয়' বলেছিলেন। পরে এ কথার ব্যাখ্যাও দেন ডি ভিলিয়ার্স। কথার অপব্যাখ্যা হচ্ছে দাবি করে আরেকটি ভিডিওতে তিনি বলেন, 'কেন আমি বলেছি সব সময় (পান্ডিয়ার অধিনায়কত্ব) আসল নয়, কারণ আমি নিজেও এভাবে খেলেছি। আমি কখনোই মৃদুভাষী ছিলাম না, যখন বাড়িতে থাকতাম, তখনই আসল ভিলিয়ার্সকে পাওয়া যেত। মাঠে যেটা দেখা যেত, সেটা অভিনয়। মাঝেমধ্যে মাঠে এমন কিছু করতে হয়, যাতে প্রতিপক্ষ আপনাকে সমীহ করতে বাধ্য হয়। যেটা হার্দিক পান্ডিয়া করে।' বিশ্বকাপে পান্ডিয়াই থাকছেন ভারতের সহ-অধিনায়ক।

তিন ফুটবলারকে ছেড়ে দিচ্ছে মোহনবাগান, জোড়া বিশ্বকাপার খেলানোর পথে সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের লিগ-শিল্ড জিতলেও হাতছাড়া হয়েছে কাপ। পরের মরসুমে তবু শক্তিশালী দল গড়ায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না মোহনবাগান। দল থেকে কিছু ফুটবলারকে যেমন ছেড়ে দেওয়া হবে, তেমনই নেওয়া হবে নতুন ফুটবলারও। শুধু আইএসএলই নয়, পরের মরসুমে এশীয় পর্যায়েও ভাল খেলতে মরিয়া মোহনবাগান।

সব ঠিকঠাক চললে পরের মরসুমে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলতে দেখা যাবে দুই বিশ্বকাপারকে। জেসন কামিংস তো রয়েছেনই। তাঁর সঙ্গে জেমি ম্যাকলারেনের খেলা অনেকটাই পাকা বলে সূত্রের খবর। কোনও অঘটন না ঘটলে কিছু দিনের মধ্যে ম্যাকলারেনের সইয়ের খবর জানিয়ে দেওয়া হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে খেলা নিয়ে যে সমস্যা চলছিল, তা মিটেছে বলেই খবর।

মোটা টাকায় ম্যাকলারেনের চুক্তি করতে চলেছে মোহনবাগান। গোটা দলের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হতে চলেছেন তিনি। বাকি বিদেশিদের থেকে অনেকটাই বেশি টাকা পাবেন। তবে বাকিদের থেকে তাঁর গুণমানও যে ভাল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। দীর্ঘ দিন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে খেলাই শুধু নয়, ম্যাকলারেন অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও।

এ দিকে, লালরিনলিয়ানা হামতে এবং কিয়ান নাসিরিকে ছেড়ে দেওয়া নিশ্চিত। তাঁরা চেন্নাইয়িনে সই করতে চলেছেন। সেটিরও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কিছু দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এ ছাড়া, গ্লেন মার্টিন্সকেও ছেড়ে দেওয়া হবে। গোয়া থেকে গ্লেনকে নিয়ে এসেছিলেন প্রাক্তন কোচ ফেরান্দো। কিন্তু হাবাসের অধীনে গ্লেন সুযোগই পাননি। তিনি হাবাসের পরিকল্পনাতেও নেই বলে জানা গিয়েছে।

চোট নিয়ে আইপিএল ছাড়লেন রাবাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে পাঞ্জাব কিংস ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গেছেন কাগিসো রাবাদা। ২৮ বছর বয়সী এই পেসার ছোটখাটো চোটে ভুগছেন বলে জানিয়েছে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রোটিয়া বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা রাবাদার। টুর্নামেন্টে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা নেই বলেও আশ্বস্ত করেছে সিএসএ।

দুই সপ্তাহ পর অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে 'ডি' গ্রুপে খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রুপসঙ্গী হিসেবে আছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেদারল্যান্ডস ও নেপাল।

রাবাদা এবারের আইপিএলের শুরু থেকেই পাঞ্জাবের হয়ে নিয়মিত খেলেছেন। ১১ ম্যাচ খেলে ৮.৯২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১১ উইকেট। তাঁর দল অবশ্য এরই মধ্যে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। ১২ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঞ্জাব এখন পয়েন্ট তালিকার তলানিতে, আর দুই ম্যাচ পরই এবারের মতো খেলা শেষ। সিএসএর বিবৃতিতে বলা হয়, রাবাদার পায়ের 'সফট টিস্যু সংক্রমণ' হওয়ায় তাঁর বিশ্রাম দরকার। এরই মধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে এবং সিএসএর চিকিৎসা দল রাবাদার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৫৬টি-টোয়েন্টি খেলা রাবাদা বিশ্বকাপের ১৫ জনের দলে জায়গা পাওয়া একমাত্র 'কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান' ক্রিকেটার। এ নিয়ে দল ঘোষণার পর থেকে দেশটির ক্রিকেট ও রাজনীতি অঙ্গনে আলোচনায় ছিল তাঁর নাম। রাবাদা ছাড়া রিজার্ভ দলে আছেন আরেক 'কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান' খেলোয়াড় লুঙ্গি এনগিডি। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য রাবাদার বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সংশয় দেখছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্ট সিএসএ লিখেছে, 'আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তাঁর প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটবে না বলে আশা করা যাচ্ছে।'

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ম্যাচ ৩ জুন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ ১০ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে ব্যাট ধরলেন কুম্বলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দল নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার কথা কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের কোচ জন লুইস। এবার ভারতের সাবেক কোচ, অধিনায়ক ও কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে কথা বললেন। তাঁর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রিকেট কোচিং, বিশ্লেষণ ও কৌশলগত ব্যাপারগুলোকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে।

ভারতের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি কুম্বলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি আছে। অবসর নেওয়ার পর 'স্পেকটাকম' নামে প্রযুক্তিভিত্তিক খেলাধুলা সরঞ্জামের একটি প্রতিষ্ঠান দেন তিনি। এ প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট ব্যাট স্টিকার বেশ জনপ্রিয়। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খেলাধুলাভিত্তিক পণ্যের মাধ্যমে পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করাও সহজ। ক্রিকেটে প্রযুক্তির প্রভাবকে অনস্বীকার্য বলেই মানেন কুম্বলে। এই কিংবদন্তি লেগ স্পিনার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নিয়ে বলেছেন, 'ক্রিকেট পরিসংখ্যানগত খেলা, তাই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের) অনেক সুযোগই আছে।'

কুম্বলে এরপর বলেছেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোচিং, প্রতিভা অন্বেষণ, দল নির্বাচন, নিলাম এমনকি নির্দিষ্ট কোনো ব্যাটসম্যানকে একজন বোলার কীভাবে বল করবে; এ ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়।' ১৩২ টেস্টে ৬১৯ উইকেট নেওয়া এই স্পিনার যুক্তি দেন, 'ক্রিকেটে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। একবার তথ্য সংরক্ষণ করা শুরু করলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেগুলো অনেকগুলো সম্ভাবনা থেকে কয়েকটিতে নামিয়ে আনতে পারবে। ক্রিকেটে এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ;অনেক বেশি সম্ভাবনা।'

কুম্বলে মনে করেন, ক্রিকেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির অনেক সম্ভাবনাই এখনো আবিষ্কার করা বাকি, 'লোকে এটাকে শুধু বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করছে। কিন্তু আমার মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এখনো অনেক কিছুই সুপ্ত। এখনো অনেক সম্ভাবনাই সামনে আসেনি। আমরা স্পেকটাকম এটা নিয়েই কাজ করছি।'

ভারতীয় কিংবদন্তি এ নিয়ে উদাহরণও টেনেছেন, 'আমরা এমন একটি মডেল তৈরি করেছি যা আপনি কীভাবে ব্যাট করেন, সেটি বুঝতে সাহায্য করবে এবং অ্যালগরিদমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভুল শুধরে দেবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোন ব্যাটটি বেছে নেবেন। ধরুন, আমি আপনাকে স্মার্ট স্টিকারওয়ালা ব্যাট দিয়ে বললাম ১০০টি বল খেলুন। আপনি (ব্যাটের) সুইট স্পটে বলগুলো খেলার চেষ্টা করবেন তাই তো? যদি বলি আপনি মাত্র ২০টি বল ব্যাটের সুইট স্পটে লাগাতে পেরেছেন, তাহলে পরের কাজটা হবে এই সংখ্যাটা বাড়ানো।'

কুম্বলে স্বীকার করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনুপ্রবেশের কারণে ক্রিকেট থেকে মানবিক দক্ষতাগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাঁর যুক্তি, 'ইতিমধ্যেই ব্যাপারগুলো ঘটছে। মিনিট থেকে মিলিমিটার পর্যন্ত ভাঙা হচ্ছে। তবে বর্তমান প্রযুক্তিতে আমার মনে হয় না আমরা সেখানে পৌঁছাতে পেরেছি।'

■ এবার বিশ্বমানের ক্রিকেট কোচিং পেতে চলেছে বরানগরের খুদে ক্রিকেটাররা। সৌজন্যে দ্রোণাচার্য কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির গাইড লাইন মেনে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন তিনি। তাই এবার যাতে বরানগরের উঠতি ক্রিকেটাররা বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ পে তার জন্য গাঁটছড়া বাধল বরানগর স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প ক্রিকেট একাডেমী ও বেহালা ক্রিকেট একাডেমি। বরানগরের এল এন্ড টি মাঠে এই যৌথ প্রচেষ্টার পথ চলা শুরু হল শুক্রবার। ফিতে কেটে এই একাডেমির উদ্বোধন করেন বাংলার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সিলেক্টর কোচ উদয়ভানু ব্যানার্জী , এই একাডেমির টেকনিকাল ডিরেক্টর বিভাস দাস।এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন প্রাক্তন নামি খেলোয়াড় অদ্রীশ ব্যানার্জি , উপল মুখার্জী , গুপীনাথ দাস , শিবনাথ সামন্ত। বরানগর স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প ক্রিকেট একাডেমীর সুরজিৎ জানা।যেখানে রয়েছে অ্যাস্ট্রোটার্ফ, গ্রাফিক্স উইকেট , ভিডিও এনালিসিস , ফিটনেস প্রোগ্র্যাম। আধুনিক ক্রিকেট কোচিং এর জন্য যা যা দরকার সবই থাকছে এখানে। দুস্থ অথচ ভালো ক্রিকেটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছে এই একাডেমী। বিশেষ ট্রায়ালের মাদ্ধমে দশ জনকে বেছে নিয়ে তাদেরকে বিনামূল্যে কোচিং করাবে এই একাডেমী। বিশ্বজিৎ মুখার্জীর এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন সকল ক্রীড়া প্রেমী মানুষ।

SOMANY
টাইলস্ | বাথওয়্যার
জমিন সে জুড়ে

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেড
(রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)
ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক যা শেষ হয়েছে ৩১.০৩.২০২৪ এ, সেই সময়ের জন্যে স্বতন্ত্র এবং একত্রিত
নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের নিষ্কর্ষ
(লক্ষ টাকার এককে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র					একত্রিত				
	ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি		ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি	
	31.03.2024 নিরীক্ষিত	31.12.2023 অনিরীক্ষিত	31.03.2023 নিরীক্ষিত	31.03.2024 নিরীক্ষিত	31.03.2023 নিরীক্ষিত	31.03.2024 নিরীক্ষিত	31.12.2023 অনিরীক্ষিত	31.03.2023 নিরীক্ষিত	31.03.2024 নিরীক্ষিত	31.03.2023 নিরীক্ষিত
সঞ্চালনা জনিত মোট আয়	৭১,৩৭১	৫৯,৮৪৭	৬৭,২৬৫	২৫৩,৪৪৯	২৪৪,২৭০	৭৩,৭৫২	৬১,২১৪	৬৭,৯২২	২৫৯,১৩৫	২৪৭,৮৫১
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় (করপূর্ব, বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	৪,০৬৯	২,৮৩৫	৩,৬৯৩	১৪,২৮৫	১২,২৮৯	৪,৮৩৩	৩,২১৪	৩,৪১৯	১৪,৪৮৬	৯,৫০৪
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব (বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় নির্ধারণের পর)	৪,৩৯৬	২,৯৬৫	৩,৬৯৩	১৪,৪০৫	১২,১৯২	৫,১৬০	৩,৩৪৪	৩,৪১৯	১৪,২৮১	৯,২৮৬
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় কর পরবর্তী (বিশেষ/ ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	২,৯৬২	২,১০৯	২,৬৭১	১০,৩৭৮	৯,০০৯	৩,৩৮৮	২,৩৪০	২,৪৪০	৯,৯৩৮	৬,৬৯২
উক্ত সময়সীমায় মোট বিস্তারিত আয় সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তারিত আয় (কর পরবর্তী)	২,৯৯০	২,১০৯	২,৬৬৮	১০,৩৮৬	৮,৯৩৩	৩,৪৩৫	২,৩৪০	২,৪৪৩	৯,৯৭৮	৬,৬৩৫
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮২০	৮৪৯	৮৪৯	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮৪৯	৮৪৯	৮২০	৮৪৯
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				৭১,৪৯৭	৭৭,৪৭১				৭১,১৯৪	৭৭,৮৪৮
শেয়ার প্রতি আয়										
বেসিক প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৭.১৮	৪.৯৭	৬.২৯	২৪.৬৪	২১.২১	৭.৪৫	৫.২২	৫.৭৩	২৩.০১	১৬.৮৩
ডায়লিউটেড (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৭.১৮	৪.৯৬	৬.২৯	২৪.৬১	২১.২১	৭.৪৫	৫.২১	৫.৭৩	২২.৯৮	১৬.৮৩

মন্তব্য:
১. উপরের বিবরণটি স্টক এক্সচেঞ্জে SEBI প্রবিধানসমূহ ২০১৫ অন্তর্গত ৩৩ নং নির্ধারিত প্রবিধান অনুযায়ী পেশ করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (লিস্টিং সংক্রান্ত দায় ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে)। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণীটি কোম্পানি ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) থেকে এবং BSE ওয়েবসাইট (http://bseindia.com) ও NSE ওয়েবসাইট (http://nseindia.com) থেকে উপলব্ধ হবে।
২. এই আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানি আইন ২০১৩ অধীনে ১৩৩ নং ধারা নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) ও যথাসম্ভব প্রযোজ্য অনুযায়ী অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন ও নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ : মে ১৫, ২০২৪
স্থান : নয়ডা

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকান্ত সোমানি
অধ্যক্ষ ও পরিচালন অধিকর্তা
DIN 00021423

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**